নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বিদ্যানগর হইতে মহাপ্রভু গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানা-নৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, তৎপরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্টকে সপরিবারে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। শ্রীরঙ্গম্ হইতে ঋষভপর্ব্বতে গিয়া পরমানন্দ পুরী-গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীপুরী-গোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন এবং মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। শ্রীশৈলপর্ব্বতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-বেষে অবস্থিত শিব-দুর্গার সহিত আলাপন করিলেন। তথা হইতে কামকোষ্ঠীপুরী ছাড়াইয়া দক্ষিণ মথুরায় পৌঁছিলেন। তথায় রামভক্ত বিরক্ত-ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন হইল। পরে কৃতমালায় স্নান করিয়া মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করিলেন। তথা হইতে প্রভু সেতুবন্ধে গিয়া ধনুস্তীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া কূর্ম্মপুরাণের মায়াসীতা-সম্বন্ধি পুরাতনপত্র সংগ্রহ-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামদাস-বিপ্রকে আনিয়া দিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু-দেশে তাম্রপর্ণী, পরে নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তলা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র-মোক্ষণ, পানাগড়ি, চাম্‌তাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, ধনুস্তীর্থ, কন্যাকুমারী হইয়া মল্লারদেশে ভট্টথারীগণকে দেখিলেন। তাঁহা-দিগের হস্ত হইতে কালা-কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। পরে পয়স্বিনী-তীরে 'ব্রহ্মসংহিতা' (৫ম অঃ) সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে পয়স্বিনী, শৃঙ্গবের-পুরীমঠ, মৎস্যতীর্থ হইয়া উড়ুপী গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গোপাল দর্শন করিলেন। তত্ত্ববাদিগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ফল্গুতীর্থ, ত্রিকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডেরপুরে পৌঁছিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন। কৃষ্ণবেণ্বাতীরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণদিগের সমাজে শ্রীবিল্বমঙ্গল-বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে তাপ্তী, মাহিষ্মতীপুর, নর্ম্মদা-তীর, ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইয়া দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করিলেন। তথা হইতে পম্পা-সরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি বহুতীর্থ দর্শন করিয়া বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগর হইতে পূর্ব্বপথ দিয়া আলালনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

অবৈষ্ণবমতগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসীর উদ্ধারকারী গৌরহরি ঃ—

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ ৩ ॥

প্রভুর দর্শনফলে তীর্থসমূহ তীর্থীকৃত, তাহাতে লোকোদ্ধার ঃ—

সেই সব তীর্থ স্পর্শি' মহাতীর্থ কৈল ।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৪ ॥

প্রভুর দক্ষিণবামে ভ্রমণফলে গ্রন্থকারের বর্ণনায় ভৌগোলিক-ক্রমভঙ্গ, এস্থলে কেবল দিগ্‌দর্শন ঃ—

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি ।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৫ ॥

অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন ।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৬ ॥

প্রভুর দর্শনমাত্র লোকের বৈষ্ণবতা ঃ—

পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন ।
যেই গ্রামে যায়, সে গ্রামের যত জন ॥ ৭ ॥

সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে 'কৃষ্ণ', 'হরি' ।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই 'বৈষ্ণব' করি' ॥ ৮ ॥

তাৎকালিক দাক্ষিণাত্যবাসীর অবস্থা ঃ—

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌর-চন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

৯। পাষণ্ডী—শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞানী ও কর্ম্মবাদী।

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ নানমতগ্রাহগ্রস্তান্ (নানামতানি এব গ্রাহাঃ নক্রকুম্ভীরমকরাঃ তৈঃ গ্রস্তান্ কবলিতান্) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যজনাঃ এব দ্বিপাঃ হস্তিনঃ তান্) কৃপারিণা (কৃপা-চক্রেণ) [তেভ্যঃ] বিমুচ্য (অবৈষ্ণবমতবাদাৎ উদ্ধৃত্য) এতান্ বৈষ্ণবান্ (কৃষ্ণপূজারতান্) চক্রে।

প্রভু-কৃপায় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও পাষণ্ডীর বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে ।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে ॥ ১০ ॥

রামোপাসক মাধ্ব ও 'শ্রীবৈষ্ণব'গণের কৃষ্ণভজনারম্ভ ঃ—

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব ।
কেহ হয় 'তত্ত্ববাদী', কেহ হয় 'শ্রীবৈষ্ণব' ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১। রাম-উপাসক—রামাৎ বৈষ্ণব। তত্ত্ববাদী—মাধ্বমতের তত্ত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যাঁহারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ।

অনুভাষ্য

১১। তত্ত্ববাদী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণকে শ্রীশাঙ্করমায়াবাদি-গণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশে মাধ্ববৈষ্ণবগণকে 'তত্ত্ববাদী' বলা হয়। কেবলাদ্বৈত-বাদের কুযুক্তিপুষ্ট নির্ব্বিশেষ-'ব্রহ্মবাদ' তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ নিরসন করিয়া 'ভগবত্তত্ত্ব' স্থাপন করেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণ—ব্রহ্মবৈষ্ণব (ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত), তজ্জন্য আদিগুরু ব্রহ্মার মোহিত-অবস্থা (দশম-স্কন্ধে) স্বীকার করেন না, যেহেতু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তৎকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' টীকায় ঐ 'ব্রহ্মমোহন-লীলা' পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়া **তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি** প্রচার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব হইলেও 'তত্ত্ববাদী' সংজ্ঞা লাভ করেন নাই।

শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের মূলগুরু 'লক্ষ্মী' বলিয়া তাঁহারা 'শ্রীবৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন।

তত্ত্ববাদিগণ শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইলেও এবং শ্রীবৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইলেও উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমানকালের লেখক শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য বলেন,—আমাদের প্রধান প্রধান শ্রীমাধ্বমঠগুলিতে শ্রীরাম-সীতা বিগ্রহই বিশেষভাবে পূজিত হন। 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ'-নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরাম-সীতা-মূর্ত্তির কাহিনী এরূপভাবে লিখিত আছে—'কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করিয়া তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করিবেন না। একদা শ্রীরামচন্দ্র কার্য্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজাসমক্ষে আসিতে সমর্থ হন নাই ; তজ্জন্য রাম-দর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সপ্তাহের মধ্যে জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে অষ্টাহের পর নবমদিবসে ব্রাহ্মণ শ্রীরামসমীপে উপনীত হইয়া দর্শনলাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা শ্রবণ করত শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার নিজ-গৃহে রক্ষিত রাম-সীতা মূর্ত্তিযুগল এই প্রকৃত ভক্ত-ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাউক্।' ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনাবধি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন এবং মৃত্যুকালে শ্রীহনুমানকে দিয়া যান। শ্রীহনুমান্ ঐ বিগ্রহদ্বয় বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সেবা করেন। বহুকাল পরে ভীমসেন গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলে, তথা হইতে বিদায়গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহদ্বয় ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীম রাজপ্রাসাদে তাহা সংরক্ষণ করেন। ঐ রাজবংশীয় শেষ রাজা 'ক্ষেমকান্তে'র কাল-পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় রাজপ্রাসাদে সেবিত হন ; পরে তাহা উৎকলের গজপতি-রাজগণের করায়ত্ত হইয়া তাঁহাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় শিষ্য শ্রীনরহরিতীর্থপাদকে রাজকোষ হইতে সেই মূল রামসীতা-বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া সেবা করিবার অনুমতি করেন। এই রাম-সীতা-বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু-রাজার সময় হইতে সূর্য্যবংশীয়গণের প্রাসাদে রক্ষিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে দশরথকর্ত্তৃক সেবিত হইতেন। পরে লক্ষ্মণ তাঁহাদের সেবা করিবার কালে রামচন্দ্রের আদেশে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়।' শ্রীমধ্ব স্বীয় তিরো-ভাবের তিনমাস ষোলদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উডুপীগ্রামের মূল-মঠ উত্তর-রাঢ়ী-মঠে স্থাপিত করেন, তদবধি শ্রীমাধ্ব আচার্য্যগণ উহার অধিকারী আছেন।

রামানুজীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামায়ণ-গুরুকরণ-পন্থা প্রচলিত আছে। শ্রীরামমূর্ত্তি তিরুপতিতে ও অন্যান্য স্থানে

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥ ১২ ॥

গমনপথে প্রভুর গীত ঃ—

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্ ।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্ ॥ ১৩ ॥

গৌতমী গঙ্গা ঃ—

এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈল গঙ্গাস্নান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে তীর্থদর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ভৌগোলিক ক্রম নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গোবিন্দদাস-কৃত কড়চায় (?) যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহার অনেকটা ভৌগোলিক বিবরণের সহিত ঐক্য হয়। পাঠক-বর্গ সেই গ্রন্থের ক্রম দেখিয়া বিচার করিবেন। গোবিন্দদাসের মতে রাজমাহেন্দ্রি হইতে মহাপ্রভু ত্রিমন্দে গিয়াছিলেন ও তথা হইতে ঢুণ্ডিরাম-তীর্থে যান। এই গ্রন্থের মতে রাজমাহেন্দ্রি হইতে গৌতমী-গঙ্গায় গমন করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করেন।

অনুভাষ্য

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে রামদাস শম্ভুর দর্শন ঃ—

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই' মহেশ দেখিল ।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৫ ॥

অহোবল-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

রামদাস মহাদেবে করিল দরশন ।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধবটে রামসীতা-বিগ্রহ-দর্শন ঃ—

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি ।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৭ ॥

তথায় রামসেবক এক বৈষ্ণববিপ্রের প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন ।
তাঁহা এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয় ।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৯ ॥

তদ্‌গৃহে একদিন বাস ও কৃপা ঃ—

সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি' ।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ ও ত্রিমঠে বামন-বিগ্রহ-দর্শন ঃ—

স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন ।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি' ত্রিবিক্রম ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিপ্রের রামনামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনামগ্রহণ ঃ—

পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে ।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২২ ॥

প্রভুর প্রশ্নভঙ্গী ও বিপ্রের উত্তর ঃ—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল ।
"কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল ?? ২৩ ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম ।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥" ২৪ ॥
বিপ্র বলে,—"এই তোমার দর্শন-প্রভাব ।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ ২৫ ॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৬ ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা ।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥ ২৭ ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয় ।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৮ ॥

'রাম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ—

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৮)—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ—

শ্রীধরস্বামিধৃত মহাভারতে উঃ পঃ (৭১।৪)—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

রামানুজীয়গণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। রামানুজীয়-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত 'রামানন্দী', 'জমায়েৎ' বা 'রামাৎ'-সম্প্রদায়ে শ্রীরামসীতার উপাসনা প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। রামানুজীয়-গণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রামের অধিক অনুগত।

১৪। গৌতমী-গঙ্গা—গোদাবরীর ধারা-বিশেষ ; রাজ-মহেন্দ্রির অপর-তটে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া গোদা-বরীর নাম গৌতমী-গঙ্গা।

১৫। মল্লিকার্জ্জুন—শ্রীশৈলম্ ; কর্ণুলের ৭০ মাইল নিম্ন-প্রদেশে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে প্রধানদেবতা 'মল্লিকার্জ্জুন' শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটী জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

১৬। অহোবল-নৃসিংহ—মধ্য ১ম পঃ ১০৬এর অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭। সিদ্ধবট—কুডাপা-নগরের ১০ মাইল পূর্ব্বে ; সিধৌট'-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। জন্ম হইতে যে রামনাম-জপা স্বভাব হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণনাম-জপা স্বভাব হইয়া পড়িল।

২৯। অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিসকল রমণ (আনন্দলাভ) করেন। এই জন্যই পরমব্রহ্ম-বস্তুকে রাম-নামে অভিহিত করা যায়।

৩০। কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্ত্বা-বাচক ; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্-ধাতুতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

নামে এবং পূর্ব্বে কোন সময় 'দক্ষিণ-কাশী'-নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। 'আশ্রম-বটবৃক্ষ' হইতে এই নামের উৎপত্তি (কুডাপা ম্যানুয়েল)।

২১। স্কন্দ—কার্ত্তিক। এই তীর্থটী হায়দ্রাবাদের মধ্যে।

২৯। যোগিনঃ (বিষয়নিবৃত্তাঃ) অনন্তে (জড়াতীতে) সত্যা-নন্দে চিদাত্মনি (সচ্চিদানন্দে) রমন্তে। ইতি [অতঃ] রামপদেন অসৌ (রামচন্দ্রঃ) পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

রামনাম ও কৃষ্ণনামের লীলাগত বৈচিত্র্য ঃ—

পরংব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ৩১ ॥

সহস্র বিষ্ণুনাম তুল্য এক রামনাম ঃ—
পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৯) উত্তরখণ্ডে
শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম-স্তোত্রে (৭২।৩৩৫)—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৩২ ॥

তিনবার রামনাম-তুল্য এক কৃষ্ণ-নাম ঃ—
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য ঃ—

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥ ৩৪ ॥

বিপ্রের কৃষ্ণনাম লইবার অন্য কারণ ঃ—

ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রিদিন গাই ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণবিগ্রহই কৃষ্ণনামদানে সমর্থ বলিয়া প্রভুকে
বিপ্রের কৃষ্ণজ্ঞান ঃ—

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥ ৩৬ ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।"
এত কহি' বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩৭ ॥

বৃদ্ধকাশীতে শম্ভু দর্শন ঃ—

তাঁরে কৃপা করি' প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি' কৈল শিব-দরশনে ॥ ৩৮ ॥

তৎপর অন্যগ্রামে অবস্থান ও বহুলোকের প্রভু-দর্শনার্থ আগমন ঃ—

তাঁহা হৈতে চলি' আগে গেলা এক গ্রামে।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহা, করিল বিশ্রামে ॥ ৩৯ ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে ॥ ৪০ ॥

প্রভু-দর্শনে সকলেরই বৈষ্ণবতা-লাভ ঃ—

গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি' তাতে প্রেমাবেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, 'বৈষ্ণব' হৈল সর্ব্বদেশ ॥ ৪১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সমস্ত মতবাদিগণের বিচারখণ্ডন ঃ—

তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইলে, রাম ও কৃষ্ণ-নামে পরমব্রহ্ম সমানার্থক, তথাপি শাস্ত্রে আরও কিছু বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

৩২। 'রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দলাভ) করি। হে বরাননে, একটী রাম-নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।

৩৩। (বিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত হইলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

৩০। কৃষি-শব্দঃ ভূ-বাচকঃ (সত্তা-নির্দ্ধারকঃ) ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ (আনন্দাভিধঃ) ; তয়োঃ (দ্বয়োঃ) ঐক্যং কৃষ্ণঃ পরং ব্রহ্ম ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

৩১। 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুই নামই পরব্রহ্ম ; তাহাতে সমস্ত বর্ত্তমান। পরন্তু শাস্ত্রে এই নাম-পরব্রহ্মদ্বয়ের রস-তারতম্য-বৈশিষ্ট অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষ বুঝিলাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২। তার্কিক—গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক। মীমাংসক—জৈমিনীমত-স্থাপক। মায়াবাদী—শঙ্করীয় মত-স্থাপক। সাংখ্য—কাপিলমত। পাতঞ্জল—যোগশাস্ত্র। স্মৃতি—মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্রীয় সংহিতা। পুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।

অনুভাষ্য

৩২। হে বরাননে, অহং রাম রামেতি রামেতি সঙ্কীর্ত্ত্য মনোরমে (মনোহরে) রামে রমে (আনন্দং প্রাপ্নোমি)। একং রাম-নাম সহস্রনামভিঃ (বিষ্ণুসহস্রনামভিঃ) তুল্যম্।

৩৩। পুণ্যানাং (পবিত্রাণাং) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং) ত্রিরাবৃত্ত্যা (বারত্রয়পঠনেন) যৎ ফলং প্রাপ্নোতি, কৃষ্ণস্য একং নাম একাবৃত্ত্যা (সকৃদুচ্চারণেন) তৎ ফলং তু প্রযচ্ছতি (দদাতি)।

৩৮। বৃদ্ধকাশী—বর্ত্তমান নাম, 'বৃদ্ধাচলম্'—দক্ষিণ আর্কট-জিলায় ভেলার-নদীর অন্যতম উপনদী, 'মণিমুখে'র তটে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার 'বৃদ্ধকাশী' নাম ছিল (দক্ষিণ-আর্কট ম্যানুয়েল)। কেহ কেহ 'কালহস্তিপুর'কে বৃদ্ধকাশী বলেন। রামানুজের মাতৃস্বসা-পুত্র গোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন।

নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড ।
সর্ব্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৪৩ ॥

বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন ঃ—

সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ ৪৪ ॥

প্রভুর অকাট্য সিদ্ধান্তে পরাভূত-ব্যক্তিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রহণ ঃ—

হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ ।
এইমতে 'বৈষ্ণব' করিল দক্ষিণ দেশ ॥ ৪৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধাচার্য্যের সশিষ্য আগমন ঃ—

পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ।
গর্ব্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪৬ ॥

তাহার উদ্গ্রাহ ঃ—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত বিজন বনেতে * ।
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে ॥ ৪৭ ॥

অসম্ভাষ্য হইলেও কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক তাহার বিচার-খণ্ডন ঃ—

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে ।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪৮ ॥

অশ্রৌতপন্থী বৌদ্ধ-শাস্ত্রকে বিচার-যুক্তিদ্বারাই খণ্ডন ঃ—

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে' ।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৯ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল ।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ৫০ ॥

বৌদ্ধাচার্য্যের পরাজয়ে লোকের হাস্য ঃ—

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় ।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥ ৫১ ॥

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের ষড়যন্ত্র ঃ—

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল ।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥ ৫২ ॥

'মহাপ্রসাদে'র নামে প্রভুকে অমেধ্যান্নদ্বারা বঞ্চনচেষ্টা ঃ—

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া ।
প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া ॥ ৫৩ ॥

যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল ঃ—

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল ।
ওষ্ঠে করি' থালি-সহ অন্ন লঞা গেল ॥ ৫৪ ॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন অমেধ্য হঞা ।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ ৫৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধের শাস্তি ঃ—

তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি' গেল ।
মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫৬ ॥

গুরুর দশা-দর্শনে শিষ্যগণের প্রভুপদে শরণাগতি ঃ—

হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ ৫৭ ॥
"তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥" ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। শাস্ত্রোদ্গ্রাহে—শাস্ত্র-সংস্থাপনে।

৪৪-৪৫। 'প্রভুর সিদ্ধান্ত', 'এইমতে'—প্রভুর মত অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র-স্থাপিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত।

৪৬। পাষণ্ডিগণ—বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবহির্ভূত মতবাদিগণকে পাষণ্ডী বলা যায়।

৪৮। অসম্ভাষ্য—সম্ভাষণযোগ্য নয়, যেহেতু বেদবিরুদ্ধ, ভক্তিবহির্ম্মুখ। দেখিতে অযুক্ত—নিরীশ্বর বৌদ্ধাদিকে দর্শন করিলে 'সচেলং জলমাবিশেৎ' অর্থাৎ (সাত্বত) শাস্ত্রবাক্যে নাস্তিক বৌদ্ধাদির দর্শন অযুক্ত।

অনুভাষ্য

৫১। দার্শনিক পণ্ডিত সবাই—উপস্থিত পাষণ্ডী দর্শনাচার্য্যগণ।

৫৩। অবৈষ্ণব নিজপ্রদত্ত অন্নকে সহস্রবার সহস্র কণ্ঠে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। বৌদ্ধমতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুইপ্রকার পন্থা। সে-পন্থা-গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত ; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য ; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরম তত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ-জীবন।

৫৩। অপবিত্র—বৈষ্ণবের গ্রহণের অযোগ্য।

অনুভাষ্য

'মহাপ্রসাদ' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেও অথবা বহির্দৃষ্টিতে তাহার নৈবেদ্য-সজ্জার প্রণালীতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী লক্ষিত না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুদাস্য বা চিদ্দর্শনের অভাব অর্থাৎ বিষ্ণুবিমুখতা-হেতু তৎপ্রদত্ত অন্ন কখনই বিষ্ণু গ্রহণ করেন না। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণবদাস তাহাকে 'অমেধ্য' বলিয়া জ্ঞান করিবেন, কখনও গ্রহণ বা ভক্ষণ করিবেন না।

* *'বিজন বনেতে'—জনশূন্যস্থানে মহাপণ্ডিত; পাঠান্তরে 'নিজ নবমতে'।*

শরণাগতির পর তাঁহাদিগকে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণনাম-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি' ॥ ৫৯ ॥

চৈতন্যমুখ-কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-শ্রবণেই অচৈতন্য মায়াবাদী জীবের চৈতন্যলাভ বা বৈষ্ণবতা ঃ—

তোমা-সবার গুরু তবে পাইবে চেতন ।"
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি' ।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬১ ॥

বৌদ্ধের প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয় ।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

প্রভুর অন্তর্দ্ধান ঃ—

এইরূপে কৌতুক করি' শচীর নন্দন ।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥ ৬৩ ॥

তিরুপতি-তিরুমলয়ে আগমন ও বালাজীউ-দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতি-ত্রিমল্লে ।
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখি' ব্যেঙ্কটাদ্রে চলে ॥ ৬৪ ॥

ব্যেঙ্কটাচলে শ্রীরাম-দর্শন ঃ—

ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দরশন ।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥ ৬৫ ॥

পানা-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

স্বপ্রভাবে লোক সবার করাঞা বিস্ময় ।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬৬ ॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল ।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬৭ ॥

শিবকাঞ্চীতে শিবদর্শন ও প্রভুকৃপায় শৈবগণের বৈষ্ণবতালাভ ঃ—

শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব-দরশন ।
প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল সব শৈবগণ ॥ ৬৮ ॥

বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন ও তত্রস্থ লোকের কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৯ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল ।
দিন-দুই রহি' লোকে 'কৃষ্ণভক্ত' কৈল ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। পানা-নৃসিংহ—চিনির পানা অর্থাৎ সরবৎ যে নৃসিংহের স্থানে ভোগ হয়।

অনুভাষ্য

৫৯-৬১। সব বৌদ্ধ—বৌদ্ধগণ প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম দীক্ষা লাভ করিবার পর তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পাষণ্ডবৎ আচরণকারী বৌদ্ধ নহেন। তাহারা 'বৈষ্ণব' হইয়া জীবের স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুপূজা আরম্ভ করিয়াছেন। গুরুই শিষ্যকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ অচৈতন্য শিষ্যের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বিষ্ণু-পূজায় উদ্বোধিত ও নিযুক্ত করেন—ইহাই 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান। কিন্তু এক্ষেত্রে অচেতন বৌদ্ধাচার্য্যের পূর্ব্ব-শিষ্যগণই প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনামে চৈতন্য লাভপূর্ব্বক গুরুব্রুবের কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এস্থলে বহির্দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্য অর্থাৎ বৌদ্ধাচার্য্য ও তচ্ছিষ্যবর্গ পরস্পর বিপরীত পদবী লাভ করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণ-নামোচ্চারণকারীই 'গুরু' এবং অচৈতন্য ব্যক্তিই 'লঘু' অর্থাৎ তচ্ছিষ্য হইলেন,—ইহাই জগদ্গুরু প্রভুর শিক্ষা।

৬৪। প্রভুর ভ্রমণস্থানগুলি প্রায় সঠিক বর্ণনা করা যাই-তেছে,—

তিরুপতি—'তিরুপটুর'—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি-তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কট-গিরি বা ব্যেঙ্কট-পর্ব্বতের উপর ৮ মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ' শক্তিদ্বয়সহ চতুর্ভুজ 'বালাজী' বা ব্যেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন। ইহাকে 'ব্যেঙ্কটক্ষেত্র'ও বলে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যসম্পৎশালী মন্দির। আশ্বিনমাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়। এম্, এস, এম্, আর, লাইনে 'তিরুপতি' রেলষ্টেশন আছে। 'নিম্ন-তিরুপতি'—ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। তথায় কয়েকটী মন্দির বর্ত্তমান। এখানে গোবিন্দরাজ ও রামচন্দ্র-মূর্ত্তি আছেন। 'তিরুমল্লয়'—সম্ভবতঃ ঊর্দ্ধ-তিরুপতি'র প্রাচীন কালের নামান্তর।

৬৬। পানা-নৃসিংহ (পানাকল্ নরসিংহ)—কৃষ্ণ-জিলায় বেজওয়াদা-শহরের ৭ মাইল দূরে 'মঙ্গলগিরি'র মধ্যে অবস্থিত ও ৬০০ সোপান অতিক্রম করিবার পর প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ—এই নৃসিংহদেবকে সরবৎ ভোগ দিলে, ইনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা 'কৃষ্ণের ব্যবহৃত বলিয়া কথিত' একটী শঙ্খ দান করেন। মার্চ্চ মাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়।

৬৮। শিবকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্—'দক্ষিণকাশী'-নামে পরিচিত। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন, তন্মধ্যে 'একাম্বর কৈলাসনাথে'র মন্দিরটী অতি প্রাচীন।

৬৯। বিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্ হইতে ৫ মাইল দূরে ; এখানে 'বরদরাজ' বিষ্ণু-বিগ্রহ এবং 'অনন্ত-সরোবর' আছেন।

ত্রিকালহস্তীতে শম্ভুদর্শন ঃ—

ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তী-স্থানে ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে ॥ ৭১ ॥

পক্ষীতীর্থে শিব-দর্শন, বৃদ্ধকোল-তীর্থে শ্বেতবরাহবিগ্রহ-দর্শন ঃ—

পক্ষীতীর্থ দেখি' কৈল শিব দরশন ।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥ ৭২ ॥

পীতাম্বর-শম্ভু দর্শন ঃ—

শ্বেতবরাহ দেখি', তাঁরে নমস্করি' ।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৭৩ ॥

শিয়ালী-ভৈরবীরূপিণী কাত্যায়নীর দর্শন ঃ—

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি' দরশন ।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥

কাবেরী তটে শম্ভু-দর্শন ঃ—

গো-সমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকৃপায় শৈবগণের বৈষ্ণবতা ঃ—

অমৃতলিঙ্গ-শিব দেখি' বন্দন করিল ।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল ॥ ৭৬ ॥

দেবস্থানে বিষ্ণুদর্শন ও 'শ্রীবৈষ্ণব'সঙ্গে আলাপ ঃ—

দেবস্থানে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন ।
শ্রী-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহা গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭৭ ॥

কুম্ভকোণমে সরোবর-দর্শন, শিবক্ষেত্রে শিব-দর্শন ঃ—

কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি' সরোবর ।
শিব-ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭৮ ॥

পাপনাশনে বিষ্ণুদর্শনান্তে শ্রীরঙ্গমে গমন ঃ—

পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন ।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥ ৭৯ ॥

স্নানান্তে রঙ্গনাথ-দর্শন ও নৃত্য-গীত ঃ—

কাবেরীতে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ ।
স্তুতি-প্রণতি করি' মানিলা কৃতার্থ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

৭১। ত্রিমলয়—তাঞ্জোর বা তৌণ্ডীর-মণ্ডলের মধ্যে।

'ত্রিকালহস্তী'—তিরুপতি হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী-নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত ; 'শ্রীকালহস্তী', বা প্রচলিত ভাষায় 'কালহস্তী'-নামেও কথিত। 'বায়ুলিঙ্গ-শিবে'র মন্দিরের জন্য বিখ্যাত (উত্তর আর্কট-ম্যানুয়েল)।

৭২। পক্ষীতীর্থ—'তিরুকাডিকুণ্ডম্'—চিংলিপট্ হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সমতল হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ গিরিমালার উপর একটী শিব-মন্দির। ঐ গিরির নাম বেদগিরি বা বেদাচলম্ এবং মূর্ত্তির নাম—বেদগিরীশ্বর। প্রত্যহ দুইটী বাজ পক্ষী আসিয়া সেবায়েত পূজারীর নিকট আহার প্রাপ্ত হয় ; প্রবাদ, আবহমান-কাল হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে (চিংলিপট্ ম্যানুয়েল)।

বৃদ্ধকোল—শ্রীবরাহ-বিগ্রহের মন্দির ; উহা একটীমাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত,—'মহাবলীপুরম্' বা 'সপ্তমন্দিরে'র অন্তর্গত 'বলিপীঠম্' হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বরাহরূপী বিষ্ণুবিগ্রহের উপরে 'শেষ'-নাগ ছত্র ধারণ করিয়া আছেন।

৭৩। পীতাম্বর—'চিদাম্বরম্',—'কুডালোর'-নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে। বিগ্রহের নাম—'আকাশলিঙ্গ' শিব। এই সুবৃহৎ মন্দিরটী ৩৯ একর জমির উপর অধিষ্ঠিত এবং চতুর্দ্দিকে ৬০ ফিট প্রশস্ত পথে পরিবেষ্টিত (দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল)।

৭৪। শিয়ালি—তাঞ্জোর জিলায় ; তাঞ্জোর-নগর হইতে ৪৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে ঐ নামীয় তালুকের অন্তর্গত প্রধান গ্রাম। এস্থানে একটী বিখ্যাত শৈবমন্দির ও প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ঐ মন্দিরটী 'তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর' নামক একটী শৈবের নামে উৎসর্গী-কৃত। প্রবাদ,—ঐ শিবভক্ত শিশুরূপে মন্দিরে আগমন করিলে ভৈরবী তাহাকে স্তন্যপান করাইতেন (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।* তথা হইতে প্রভু ত্রিচিনপল্লী-জিলায় কোলিরন বা কাবেরী নদীতীরে আসিলেন।

কাবেরী—"কাবেরী চ মহাপুণ্যা" (ভাঃ ১১।৫।৪০)।

৭৫। গো-সমাজ—শৈবতীর্থ। বেদাবন—তাঞ্জোর-জিলার তিরুত্তরাইমণ্ডি-তালুকের দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে এবং পয়েন্ট কলি-মিয়ারের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণের মতে, তীর্থহিসাবে রামেশ্বরের পরেই ইহার স্থান (তাঞ্জোর গেজে-টিয়ার)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। কুম্ভকর্ণ-কপালে—কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া।

অনুভাষ্য

৭৮। কুম্ভকর্ণ-কপাল—'কপাল' অর্থাৎ মাথার খুলি। কুম্ভ-কর্ণই তাঞ্জোর-জিলাস্থিত বর্ত্তমান কুম্ভকোণম্-নগর,—তাঞ্জোর-নগর হইতে ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব-দিকে। এস্থানে ১২টী শিব-মন্দির, ৪টী বিষ্ণুমন্দির ও একটী ব্রহ্মার মন্দির আছে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।

শিবক্ষেত্র—তাঞ্জোর-নগরে একটী শিবগঙ্গা-সরোবর আছে। স্থানীয় বৃহৎ বৃহতীশ্বর-শিবমন্দিরটীও এইস্থলে বুঝাইতে পারে।

৭৯। পাপনাশন—কুম্ভকোণম্ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। তিনেভেলি-জিলান্তর্গত পালম-কোটা নগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমেও পাপনাশন-নামে একটী নগর আছে ; এই স্থানেই একটী মন্দিরের নিকটে তাম্রপর্ণী-নদী

* *এই পরিচ্ছেদের ৩৫৮ সংখ্যা পয়ারের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।*

প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্ত্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥ ৮১ ॥

রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী ব্যেঙ্কটভট্টের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

শ্রী-বৈষ্ণব এক,—'ব্যেঙ্কট ভট্ট' নাম ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮২ ॥

ব্যেঙ্কটভট্টের প্রভুসেবা—তদ্‌গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন-জন্য প্রার্থনা ঃ—

নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন ।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন ।
"চাতুর্ম্মাস্য আসি', প্রভু, হৈল উপসন্ন ॥ ৮৪ ॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে ।
কৃষ্ণকথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥" ৮৫ ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে ।
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥ ৮৬ ॥

প্রতিদিন রঙ্গনাথ-দর্শন ঃ—

কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ-দর্শন ।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। ব্যেঙ্কটভট্ট, তদীয় ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী,—ইঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্টের পুত্রের নামই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

অনুভাষ্য

পাহাড় হইতে সমতলভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে (তিনেভেলি ম্যানুয়েল)।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোলিরন-নদীর উপর শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত—তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে ৪/৫ ক্রোশ পশ্চিমে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ; ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সাতটী রাস্তার প্রাচীন নাম,—১। ধর্ম্মের পথ, ২। রাজমহেন্দ্রের পথ, ৩। কুলশেখরের পথ, ৪। আলিনাড়নের পথ, ৫। তিরুবিক্রমের পথ, ৬। মাড়মাড়ি-গাইসের তিরুবিডি পথ এবং ৭। অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্র রাজ্য করেন ; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম ; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ও আলবন্দারু শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। লক্ষ্ম্যবতার 'গোদাদেবী'—যিনি দ্বাদশজন সিদ্ধ দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতমা, তিনি—শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবৎ-দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলোবর দস্যু-বৃত্তিদ্বারা সঞ্চিতধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থপ্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে,—২৮৯ কল্যব্দে তোণ্ডরডিপ্পডি আলোবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিযাজন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গ-নাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাকে উদ্ধার-মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবকদ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। মন্দিরে স্বর্ণপাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা তাঁহার গৃহে পাওয়া

অনুভাষ্য

গেল। রঙ্গনাথ-কৃপা-দর্শনে ভক্তের ভ্রম নিরসন হইল। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাব-কালের পূর্ব্বে রঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি তুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য—কুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র—বাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—বেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। এই মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমানগণ রঙ্গনাথমন্দির আক্রমণ করেন এবং দ্বাদশ-সহস্র শ্রী-বৈষ্ণবকে হনন করেন। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে গিঙ্গির শাসন-কর্ত্তা শ্রী-বৈষ্ণবব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদৈয়র' বা 'গোপ্পণার্য্য' শ্রী-বৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহব্রহ্মে' আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে শ্রীল বেদান্ত-দেশিক-রচিত এই শ্লোক খোদিত আছে ; যথা—

"আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ
শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তুলুষ্কান্।
লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশো দর্পণো গোপ্পণার্য্যঃ।।"
"বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ ক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ত-তৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তত্ত লক্ষ্মী-মহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভবং ইব কুরুত সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্।।"

৮০। কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি, ভাঃ ১১।৫।৪০ দ্রষ্টব্য।

৮২। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী জনৈক শ্রী-সম্প্র-দায়স্থ ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গ—তামিলদেশের অন্তর্ভুক্ত, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসীর 'ব্যেঙ্কট', 'তিরুমলয়' প্রভৃতি নাম বর্ত্তমানকালে হয় না। এই বংশ সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্ট—'বড়গলই'-শাখাস্থ রামানুজীয়-

প্রভুদর্শনে লোকের অশোক-অভয়-অমৃত-লাভ ঃ—

সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি' সর্ব্বলোক ।
দেখিবারে আইসে, দেখে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮৮ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভুর দর্শনফলে কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা-দেশ হৈতে ।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুকে দেখিতে ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল,—লোকে চমৎকার ॥ ৯০ ॥

এক এক বৈষ্ণববিপ্রের গৃহে এক এক দিন ভিক্ষা ঃ—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯১ ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥ ৯২ ॥

এক শরণাগত সেবোন্মুখ বিপ্রের গীতাপাঠ ঃ—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্ত্তন ॥ ৯৩ ॥

শুদ্ধভক্তিযোগে জড়বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যাভিমান বা কৃত্রিম ভাবাভাস নাই ঃ—

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে ।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ॥ ৯৪ ॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥ ৯৫ ॥

নিবৃত্তানর্থ লব্ধচেতন পুরুষের সাত্ত্বিক ভাব ঃ—

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ,—যাবৎ পঠন ।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯৬ ॥

তাঁহার ভাবদর্শনে প্রভুর কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে,—"শুন, মহাশয় ।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥" ৯৭ ॥

বাস্তবসত্যে বিশ্বাসী বিপ্রের সরলভাবে উত্তর ঃ—

বিপ্র কহে,—"মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি ।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ ৯৮ ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর ।
বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল-সুন্দর ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ—'গোবিন্দের কড়চায়' (?) এই ব্রাহ্মণের নাম 'যুধিষ্ঠির' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা—ত্রিদণ্ডী রামানুজীয়ার্য্যস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ব্যেঙ্কটের পুত্রই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—আদি ১০ম পঃ ১০৫ সংখ্যা এবং শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৯৪-৯৬। (ভাঃ ১।৫।১১)—"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।" এবং ভাঃ ৪।৩১।২১, ১১।১২।৫-৯ ; ভাঃ ২।৩।২৪ "তদশ্মসারং' শ্লোকের বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা * বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

** যাহাতে অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোঙ্কিত নামসকল বিন্যস্ত আছে, তাহাতে প্রতি শ্লোক সুন্দর রচিত না হইলেও, সেই বাক্যবিন্যাসই জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিধ্বংস করে। সাধুগণ তাহাই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন (ভাঃ ১।৫।১১)। 'তদশ্মসারং' (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের সারার্থদর্শিনী-টীকা—বহু নামগ্রহণ-সত্ত্বেও চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে উহা নামাপরাধের লক্ষণ, বুঝিতে হইবে। কিন্তু অশ্রু, পুলকই চিত্তদ্রবতার লক্ষণ, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৩।৮৯)—অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ পিচ্ছিল এবং যাহারা অশ্রুপাতাদি অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস-বিনাও কোন কোন স্থলে অশ্রুপুলকাদি দেখা যায়। আবার, অতিগম্ভীর মহানুভব-ভক্তগণ হরিনামদ্বারা দ্রবচিত্ত হইলেও তাঁহাদের (অনেকস্থলে) অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয় না। অতএব উক্ত শ্লোক এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে,—হরিনাম গ্রহণ করিয়া বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি বিকার দৃষ্ট হইলেও যে হৃদয় বিগলিত হয় না, তাহা পাষাণ-সদৃশই, এই অর্থ। হৃদয়-বিকারের অসাধারণ-লক্ষণ হইতেছে—"(১) ক্ষান্তিঃ, (২) অব্যর্থকালত্বং, (৩) বিরক্তিঃ, (৪) মানশূন্যতা। (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচিঃ।। (৮) আসক্তিঃ তদ্গুণাখ্যানে, (৯) প্রীতিঃ তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫)। নির্ম্মৎসর উত্তমাধিকারি-গণের নামগ্রহণ-মাত্রই নামমাধুর্য্য অনুভব হয়, তখন হৃদয় বিকার হইয়া থাকে। হৃদয় বিকার হইলে 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নয়প্রকার অসাধারণ লক্ষণ ও অশ্রুপুলকাদি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাৎসর্য্যপরায়ণ কনিষ্ঠাধিকারিগণের চিত্ত অপরাধময় বলিয়া বহু নামগ্রহণেও নামের মাধুর্য্যানুভব না হওয়ায় চিত্ত বিকারপ্রাপ্তই হয় না। ফলে তাহাদের 'ক্ষান্তি'-আদি (অসাধারণ) লক্ষণসকল কখনই প্রকাশিত হয় না। অশ্রু-পুলকাদি সাধারণ-লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও পাষাণতুল্য হৃদয় বলিয়া তাহারা নিন্দনীয়। সাধুসঙ্গক্রমে অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় উন্নীত হইলে তাহাদেরও যথাকালে চিত্ত দ্রব হয় এবং চিত্তের কাঠিন্যভাব দূরীভূত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্যই জানিতে হইবে।*

অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥" ১০১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শুদ্ধচিত্ত ঐকান্তিক ভক্তের প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥" ১০২ ॥

বিপ্রকে প্রভুর আলিঙ্গন ও প্রভুকে বিপ্রের কৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥ ১০৩ ॥
"তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয় ॥" ১০৪ ॥

কর্ম্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষশূন্য অকৈতব শুদ্ধমনই বৃন্দাবন,
তাহাতেই সম্বিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ঃ—

কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর আত্মপ্রচারে নিষেধাজ্ঞা-দ্বারা অসুরলোক-বঞ্চনা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
"এই বাত্ কাঁহা না করিহ প্রকাশন ॥" ১০৬ ॥

প্রভুভক্ত বিপ্র ঃ—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০৭ ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র ঃ—

এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥ ১০৮ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীসম্প্রদায়ী ভট্ট ঃ—

'শ্রী-বৈষ্ণব' ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥ ১০৯ ॥

প্রভুসহ তাঁহার সখ্যভাব ঃ—

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১১০ ॥

প্রভুর তাঁহাকে কৃষ্ণসেবা-দানের ইচ্ছা ; প্রভু-ভট্ট-
সংবাদ ; প্রভুর কৌতুক প্রশ্ন—লক্ষ্মী ও
গোপীর কৃষ্ণসেবা-বৈশিষ্ট্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

নারায়ণাশ্রিতা হইয়াও লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য্যাকৃষ্টা
হইয়া কৃষ্ণসঙ্গ-প্রার্থিনী ঃ—

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ ১১২ ॥

তদুদ্দেশে লক্ষ্মীর কঠোর তপস্যা ঃ—

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥" ১১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১১৪॥

ভট্টের উত্তর ; কৃষ্ণসঙ্গে নারায়ণপত্নীর
সতীত্বহানির অসম্ভাবনা ঃ—

ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥ ১১৫ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণ ও নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য

১০২। ভাঃ ৭।৫।২৩ এবং "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" ; "গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ।।" প্রভৃতি এবং (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"* ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১০৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮৩-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫-১১৬। নারায়ণই কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপ দ্বিভুজ-চতুর্ভুজভেদ হইলেও পৃথক্ নয়। নারায়ণে কৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও (তাঁহাতে) কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদিরূপ লীলা নাই। কৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে নারায়ণ, তখন নারায়ণ-পত্নী-লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা-ধর্ম্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণসঙ্গমে লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক।

১১৭। 'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণে'র স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন

* *'শ্রীমদ্ভাগবত কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য—বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা নহে।' 'যিনি ভক্তিভাবযুক্ত চিত্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।' 'যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও ঐ পরাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট এই সকল কথিত বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।'*

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥ ১১৮ ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥" ১১৯ ॥

প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ ১২০ ॥

ব্রজগোপীর মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১২১ ॥

গোপীর আনুগত্য বিনা লক্ষ্মীর কৃষ্ণসহ রাসবিলাসে অক্ষমতা ঃ—

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ ১২২ ॥

গোপীর আনুগত্যেই শ্রুতির রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১২৩ ॥

প্রভুপ্রশ্নের উত্তরদানে ভট্টের অসামর্থ্য ঃ—

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।"
ভট্ট কহে,—"ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১২৪ ॥
আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥ ১২৫ ॥

প্রভুর কৃপায় প্রভুলীলা-জ্ঞান ঃ—

তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজকর্ম্ম ।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥" ১২৬ ॥

প্রভুর কৃষ্ণ ও ব্রজবাসী, উভয়ের সহজ-রাগাত্মক স্বভাব-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ১২৭ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥ ১২৮ ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥ ১২৯ ॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥ ১৩০ ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভেদ নাই ; তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

১১৮-১১৯। লক্ষ্মী দেখিলেন যে, কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্মের নাশ হয় না, অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকলাভ কৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, নারায়ণ-সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না।

১২৭। 'সজীব-লক্ষণ'—ক্রিয়ালক্ষণ ; পাঠান্তরে, 'স্বভাব-লক্ষণ'—ইহার অর্থ স্পষ্ট। তৃতীয় পাঠ 'স্বভাববিলক্ষণ',—কৃষ্ণের স্বভাব অন্যের স্বভাব হইতে অন্যপ্রকার, অথবা 'বিলক্ষণ'-শব্দে বিশিষ্ট লক্ষণ।

১২৯। উদূখল—উথলি অর্থাৎ ঢেঁকির কার্য্য করে, এরূপ কার্য্যের একটী যন্ত্রবিশেষ।

১৩০-১৩১। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে 'নন্দনন্দন' বলিয়া জানেন। পরম ঐশ্বর্য্যশালী 'পরমেশ্বর' বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিপ্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

অনুভাষ্য

১১১-১১৬। আদি, ৫ম পঃ ২২৩ সংখ্যা এবং মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৭। সিদ্ধান্ততঃ (বস্তুতত্ত্বতঃ) শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (নারায়ণ-কৃষ্ণতত্ত্বয়োঃ) অভেদে সতি অপি রসেন কৃষ্ণরূপম্ (এব) উৎকৃষ্যতে,—এষা রসস্থিতিঃ (রস-স্বভাবঃ)। আদি ২য়, ৩য় পঃ এবং লঘুভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য।

১২১। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—(কঠ, ২।২৩, মুঃ উঃ ৩।২।৩)।

১২৭। আদি, ৪র্থ পঃ ১৩৭-১৫৮ সংখ্যা এবং মধ্য, ৮ম পঃ ১৩৮, ১৪২,১৪৪, ১৪৭, ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোপীর আনুগত্যে রাসে শ্রুতিগণের কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা ।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ ১৩৩ ॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১৩৪ ॥

গোপী-ব্যতীত অন্য চিন্ময়ী স্ত্রীরও মধুরসেবা-লাভ অসম্ভব ঃ—

গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার ।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ ১৩৫ ॥

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে কৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব ঃ—

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ।
গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ ১৩৬ ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥" ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে 'শ্রীবৈষ্ণব' ভট্টের নারায়ণকেই স্বয়ংরূপ' বলিয়া ধারণা ঃ—

পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান ।
"শ্রীনারায়ণ' হ'ন স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ১৩৮ ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি-কক্ষা হয় ।
'শ্রী-বৈষ্ণবে'র ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥' ১৩৯ ॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১৪০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ও নারায়ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ও কৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব সংস্থাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয় ।
'স্বয়ং ভগবান্' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৪৩ ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৪৪ ॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ ।
সেই শ্লোকে আইসে 'কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্' ॥ ১৪৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৪৬ ॥

লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য্য চান, কিন্তু গোপী চতুর্ভুজ-নারায়ণৈশ্বর্য্য চান না ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন ।
গোপিকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ' ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৪০। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্‌গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে, 'কৃষ্ণসঙ্গম' পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদেবী নিজ-দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্ দেহে রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো ভগবান্"—এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। ব্যেঙ্কটভট্টের মনে একটী অভিমান ছিল এই যে,—পরব্যোমস্থ-নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিতম উপাসন-স্তরবিশেষ ; সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি। এই বৃথা গর্ব্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাসদ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন।

১৪৪-১৪৯। শ্রীনারায়ণে ষাট গুণ ; সেই ষাট গুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই ; যথা—(১) সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাসমুদ্রবিশিষ্টতা, (২) অতুল্যমধুর-প্রেম-পরিশোভিতপ্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, (৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীগীতপরায়ণতা, (৪) চরাচরবিস্ময়কারি-সমোর্দ্ধ-রহিতরূপ-শ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্ত্ব-ভেদেঽপি' বলিয়া যে শ্লোক তুমি পড়িলে, তাহাতেই কৃষ্ণেরই 'স্বয়ং-ভগবত্তা' স্থির হয়। স্বয়ং-ভগবত্তা-প্রযুক্ত কৃষ্ণই লক্ষ্মীর

অনুভাষ্য

১৩০। ১ম ছত্র,—আদি ৪র্থ পঃ ৩৩ সংখ্যা, মধ্য, ৮ম পঃ ২০৩, ২০৪, ২২০-২২২, ২২৬, ২২৮-২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ২য় ছত্র,—আদি, ৪র্থ পঃ ২১-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮-১৩৯। আদি, ২য় পঃ ২৩-২৪, ২৮-১১৫ সংখ্যা ও লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিচার আলোচ্য।

১৪৩। আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৬। মধ্য, ৯ম পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বয়ংকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপেও গোপীর অনাদর ঃ—

নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় 'নারায়ণে' ॥ ১৪৮ ॥
'চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি' দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে ॥" ১৪৯ ॥

ললিতমাধব (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ১৫০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক লক্ষ্মীর ও গোপী-তত্ত্বের সমন্বয়-সাধন ঃ—

এত কহি' প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥ ১৫১ ॥
"দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥ ১৫২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ও নারায়ণতত্ত্ব এবং সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা ও লক্ষ্মীতত্ত্ব ঃ—

কৃষ্ণ-নারায়ণ, যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥ ১৫৩ ॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ' ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিষ্ণুতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি—অপরাধজনক ঃ—

গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৫৫ ॥

ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবা-ভেদে আরাধ্যবস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদ ঃ—

এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥" ১৫৬ ॥

লঘুভাগবতামৃত (১।৩৫৭)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনোহরণ করেন। গোপিকার মনোহরণোপযোগী গুণ-চতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায় তিনি গোপিকার মনোহরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণরূপে 'প্রকাশ' পাইলেও গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে, শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' তাহার (প্রভুর সহিত ব্যেঙ্কটভট্টের সাক্ষাৎকারের) অনেক দিবস পরে বিরচিত হয়। তখন শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট কিরূপে ঐ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে পাঠ করিয়াছিলেন? আমরা সিদ্ধান্ত করি এই যে, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থের যে-যে-শ্লোক ঐ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই শ্লোক বহুপ্রাচীন কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী তাহাই নিজগ্রন্থমধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছেন এবং কবিরাজ-গোস্বামীর রচনার পূর্ব্বে, শ্রীরূপের গ্রন্থসকল প্রণীত হওয়ায়, (কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে শ্রীরূপের) সেই সেই গ্রন্থের উদ্ধৃত বলিয়া ঐ সকল শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকস্থলে, কবিরাজ-গোস্বামী ভাবমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব-গোস্বামীদিগের শ্লোক কথোপকথনে প্রবেশ করাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

১৪৮-১৪৯। আদি, ১৭শ পঃ ২৭৮-২৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। আদি, ১৭শ পঃ ২৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৫৬। মহাপ্রভু পরিহাস-বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন,—ওহে ভট্ট, তুমি দুঃখ করিও না ; 'কৃষ্ণ' ও 'নারায়ণে' যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ,—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধিকা একই বিগ্রহে নানাকার-রূপ প্রকাশ করেন। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ-সঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্বিগ্রহে নানা আকার ও রূপের ধ্যানভেদ মাত্র জানিতে হইবে।

১৫৭। বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধস্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।

অনুভাষ্য

১৫৩। যেরূপ কৃষ্ণ এবং নারায়ণ—বস্তুতঃ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু, তদ্রূপ গোপী এবং লক্ষ্মী বস্তুতঃ অভিন্ন। রসদ্বারা লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপীর উৎকর্ষতা হইলেও উভয়কেই সিদ্ধান্ততঃ অভেদ বলিয়া জানিতে হইবে।

১৫৭। মণিঃ (বৈদূর্য্যং) নীলাদিভিঃ [গুণৈঃ যুতঃ সন্] যথা বিভাগেন [উপলক্ষিতঃ ভবতি, যদ্বা, বিভাগেন উপলক্ষিতঃ সন্ নীলাদিভির্যুতঃ ভবতি] তথা অচ্যুতঃ (চ্যুতিরহিতঃ, যদ্বা,

ভট্টের প্রভুকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ঃ—

ভট্ট কহে,—"কাঁহা আমি জীব পামর ।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুর সিদ্ধান্তে ভট্টের দৃঢ়বিশ্বাস ঃ—

অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি ॥ ১৫৯ ॥

উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ-কৃপাতেই প্রভুর কৃপা লাভ ঃ—

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন ॥ ১৬০ ॥

প্রভুকৃপায় ভট্টের কৃষ্ণসেবারম্ভ ঃ—

কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা ।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥ ১৬১ ॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি ।
কৃতার্থ করিলে, মোরে কহিলে কৃপা করি' ॥" ১৬২ ॥

ভট্টের প্রভুকে প্রণাম ও প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত বলি' ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে ।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১৬৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে প্রভুর পুনরায় দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্ট-আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥

অনুগামী ভট্টকে প্রভুর সান্ত্বনা-দান ঃ—

সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট, না যায় ভবনে ।
তাঁরে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৬৫ ॥

প্রভু-বিরহে ভট্ট ঃ—

প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন ।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥ ১৬৬ ॥

ঋষভ-পর্ব্বতে প্রভুর নারায়ণ-দর্শন ঃ—

ঋষভ-পর্ব্বতে চলি' আইলা গৌরহরি ।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি' ॥ ১৬৭ ॥

পরমানন্দপুরীসহ মিলন ঃ—

পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস ।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ ॥ ১৬৮ ॥

গুরুজ্ঞানে পুরীকে বন্দনা ও পুরীর আলিঙ্গন ঃ—

পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন ।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬৯ ॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
পুরী-গোসাঞি বলে,—"আমি যাব পুরুষোত্তমে ।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥" ১৭১ ॥
প্রভু কহে,—"তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে ।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৭২ ॥
তোমার নিকটে রহি,—হেন বাঞ্ছা হয় ।
নীলাচলে আসিবে, মোরে হঞা সদয় ॥" ১৭৩ ॥
এত বলি' তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ১৭৪ ॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে ।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৭৫ ॥

প্রভুর সহিত ভব ও ভবানীর সাক্ষাৎকার ঃ—

শিব-দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে ।
মহাপ্রভু দেখি' দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৭৬ ॥

অনুভাষ্য

নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ—"ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে মহদ্ভিঃ পরিগীয়তে।।"* ইতি কাশীখণ্ড-বচনাৎ) ধ্যানভেদাৎ (উপাসনাভেদাৎ) রূপভেদং (চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদ্যাকারভেদং শুক্লরক্ত-শ্যামাদিকং চ) অবাপ্নোতি [ঔদার্য্যপরাঃ আদৌ গৌরাদিকং, ততঃ মাধুর্য্যপর-ভাবাপন্নাঃ গৌরাভিন্নরূপং শ্যামাদিকং পশ্যন্তি]।

১৬৭। ঋষভ পর্ব্বত—দক্ষিণ-কর্ণাটে মাদুরা-জিলার এক-প্রান্তে, মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে 'আনাগড়মলয়পর্ব্বত'; কুটকাচলের উপবনে যে-স্থলে ঋষভদেব দাবানলদ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ইহা এক্ষণে 'পাল্‌নি হিল'-নামে খ্যাত।

অনুভাষ্য

১৭০। সেই বিপ্রঘরে—এস্থলে কোন্ বিপ্র উদ্দিষ্ট, তাহা দুর্ব্বোধ্য।

১৭৫। শ্রীশৈল—এস্থলে কোন্ শ্রীশৈল বুঝাইতেছে, তাহা বুঝা যায় না; ইহা মল্লিকার্জ্জুনের মন্দির নহে, যেহেতু ধারবাড়-জিলায় অবস্থিত শ্রীশৈল ইহা নাও হইতে পারে, উহা বেলগ্রামের দক্ষিণে, তথায় অনাদিলিঙ্গ 'মল্লিকার্জ্জুন' (মধ্য, ৯ম পঃ ১৫ সংখ্যা) বিরাজমান, 'শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ। ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ।।'* (মঃ ভাঃ বনপর্ব্বে ৮৫ অঃ)।

* *যাঁহার ভক্তগণ মহান প্রলয়াদি সঙ্কটে কখনও পতিত হন না, তিনি সেইহেতু অখিল-লোকসমূহে সাধুগণকর্ত্তৃক অচ্যুত-নামে কীর্ত্তিত হন।*

* *শ্রীপর্ব্বতে মহাদ্যুতিসম্পন্ন শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীদেবীর সহিত এবং পরমপ্রীতিমান ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত নিবাস করিতেছেন।*

দাস-দাসীর গৃহে প্রভুর ভিক্ষাছলে সেবা-গ্রহণ ঃ—

তিন দিন ভিক্ষা দিল করি' নিমন্ত্রণ ।
নিভৃতে বসি' গুপ্তবার্ত্তা কহে দুই জন ॥ ১৭৭ ॥

কামকোষ্ঠীপুরীতে আগমন ঃ—

তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী ।
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠি ॥ ১৭৮ ॥

মাদুরায় আগমন ঃ—

দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠি হৈতে ।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥ ১৭৯ ॥

তথায় জনৈক রামভক্ত-বিপ্রগৃহে ভিক্ষা ঃ—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ।
রামভক্ত সেই বিপ্র—বিরক্ত মহাজন ॥ ১৮০ ॥

স্নানান্তে প্রসাদ-সম্মানার্থ প্রভুর আগমন, কিন্তু বিপ্রের অরন্ধন ঃ—

কৃতমালায় স্নান করি' আইলা তাঁর ঘরে ।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র,—পাক নাহি করে ॥ ১৮১ ॥

অরন্ধন ও উপবাস ঃ—

মহাপ্রভু কহে তাঁরে,—"শুন, মহাশয় ।
মধ্যাহ্ন হৈল, কেনে পাক নাহি হয় ॥" ১৮২ ॥

বিপ্রের মানস-উপাসনা ঃ—

বিপ্র কহে,—"প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি ।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ ১৮৩ ॥
বন্য শাক-ফল-মূল আনিবে লক্ষ্মণ ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥" ১৮৪ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর সুখ, বিপ্রের রন্ধন ঃ—

তাঁর উপাসনা শুনি' প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৮৫ ॥

বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ভোজন, কিন্তু বিপ্রের উপবাস ঃ—

প্রভু ভিক্ষা কৈল দিনের তৃতীয় প্রহরে ।
অনির্ব্বিঘ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৮৬ ॥

উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"বিপ্র, কাঁহে কর উপবাস ।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ ॥" ১৮৭ ॥

রাবণকর্ত্তৃক সীতাদেবীর অপহরণ ভাবিয়া বিপ্রের দুঃখ ও আত্মহত্যা-সঙ্কল্প ঃ—

বিপ্র কহে,—"মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন ।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৮৮ ॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী ।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে,—ইহা কানে শুনি ॥ ১৮৯ ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥" ১৯০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক আশ্বাসন ও সৎসিদ্ধান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"এ ভাবনা না করিহ আর ।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার ॥ ১৯১ ॥

অধোক্ষজবস্তু অক্ষজ-চেষ্টার অতীত ঃ—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি ।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৯২ ॥

সীতা রাবণকর্ত্তৃক কোনক্রমেই দর্শন-স্পর্শনযোগ্যা নহেন ঃ—

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন ।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৯৩ ॥

রাবণকর্ত্তৃক সীতার প্রতিফলন বা ছায়াকৃতির অপহরণ ঃ—

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৯৪ ॥

অনুভাষ্য

১৭৯। দক্ষিণ-মথুরা—বর্ত্তমানকালে যাহাকে 'মাদুরা' বলে—ভাগাই নদীর তীরে ; ইহা 'শৈব ক্ষেত্র' বলিয়া খ্যাত। এই স্থান—পর্ব্বত ও বনে পূর্ণ ; এখানে 'রামেশ্বর', 'সুন্দরেশ্বর' ও 'মীনাক্ষী-দেবী' আছেন। এই মীনাক্ষী-দেবীর মন্দিরটী সুবহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান-আক্রমণে 'সুন্দরলিঙ্গে'র মন্দিরের অনেকাংশ বিধ্বংসিত হইয়া যায়। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে 'কম্পন্ন উদৈয়র' মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহুপূর্ব্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক এখানে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনন্তগুণপাণ্ড্য,—কুলশেখর হইতে একাদশ অধস্তন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৮। অগ্নি-জলে—অগ্নিতে বা জলেতে।

১৯২। সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি, তাঁহার চিদাকৃতির ছায়া-স্বরূপ মায়া-সীতাই রাবণ হরণ করিয়াছিল।

অনুভাষ্য

১৮১। কৃতমালা—বর্ত্তমান 'বৈগাই' বা 'ভাগাই' নদীর একটী অববাহিকা। 'সুরুলী', 'বরাহ-নদী' ও 'বট্টিল্ল গুণ্ডু'—এই ধারাত্রয় বৈগাই-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। (ভাঃ ১১।৫।৩৯)—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়ঃস্বিনী।"

বৈকুণ্ঠ-বস্তু জড়ের পরিমেয় নহে ঃ—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৯৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক আশ্বাসন ঃ—

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে ।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥" ১৯৬ ॥

বিপ্রের প্রভুবাক্যে বিশ্বাস ও ভোজন ঃ—

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস ।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥ ১৯৭ ॥

দর্ভশয়নে 'রামচন্দ্রে'র দর্শন ঃ—

তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বশন ॥ ১৯৮ ॥

মহেন্দ্রপর্ব্বতে ভৃগুরাম-দর্শন ঃ—

দুর্ব্বশনে রঘুনাথে কৈল দরশন ।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥ ১৯৯ ॥

ধনুষ্কোটি-তীর্থ-স্নান ও রামেশ্বর-দর্শন এবং বিশ্রাম ঃ—

সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান ।
রামেশ্বর দেখি' তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ২০০ ॥

বিপ্রসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ-শ্রবণ ঃ—

বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম-পুরাণ ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ২০১ ॥

রাবণের ছায়াসীতার অপহরণ-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী ।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥ ২০২ ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥ ২০৩ ॥
'মায়াসীতা' রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে ।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥ ২০৪ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে ।
'মায়াসীতা' দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ২০৫ ॥

অনুভাষ্য

১৯৫। (কঠে ২য় অঃ ৩য় বঃ)—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্।। অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।। ** নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" *

১৯৯। দুর্ব্বশন—'দর্ভশয়ন' বা শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, রামনাদ হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত।

মহেন্দ্র-শৈল—'তিনেভেলি'র নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে 'ত্রিচিনগুড়ি'-নগর ; ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য। রামায়ণে মহেন্দ্রশৈলের উল্লেখ আছে।

২০০। সেতুবন্ধ, ধনুস্তীর্থ ও রামেশ্বর—'মণ্ডপম্' ও 'পম্বম্' দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময়, কতকাংশ জলমগ্ন পথ বর্ত্তমান। পম্বম্-দ্বীপ দৈর্ঘ্যে—৫৷৷০ ক্রোশ ও প্রস্থে—৩ ক্রোশ। পম্বম্-বন্দর হইতে ৪ মাইল উত্তরে 'রামেশ্বর'-মন্দির—'দেবীপত্তনমারভ্য গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্।" এইস্থানে ২৪টী তীর্থ আছে ; তন্মধ্যে 'ধনুষ্কোটী' তীর্থ অন্যতম, উহা রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং এস, আই, আর, লাইনের শেষ ষ্টেশন 'রামনাদে'র নিকট। বিভীষণের প্রার্থনামতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র (মতান্তরে লক্ষ্মণ) নিজ-ধনুর কোটিদ্বারা সেতুভঙ্গ করেন। এই ধনুস্তীর্থ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ; ধনুস্তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। পম্বম্-দ্বীপস্থ সেতুবন্ধে রামেশ্বর-শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ 'রামই ঈশ্বর যাঁহার',—এরূপ ভক্তাবতার শিবমূর্ত্তি আছেন।

২০১। কূর্ম্মপুরাণ—বর্ত্তমান-কালের কূর্ম্মপুরাণে কেবলমাত্র পূর্ব্ব ও উত্তর-খণ্ডদ্বয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক কূর্ম্মপুরাণ ছয় হাজার শ্লোকবিশিষ্ট নহে ; ইহাতে সপ্তদশ-সহস্র শ্লোক ছিল। "তৎ সপ্ত-দশসাহস্রং সুচতুঃসংহিতং শুভম্। সপ্তদশ-সহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্।।" (ভাগবত-মতে)—ইহা অষ্টাদশ মহা-পুরাণের অন্যতম পঞ্চদশ পুরাণ।

---

* *"ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত (দুরতিক্রমণীয়া) মায়া শ্রেষ্ঠ। মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপক এবং প্রাকৃতধর্ম্মরহিত পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে জানিলেই জীব অমৃতত্ব লাভ করে। তাঁহার রূপ জীবের দর্শন-পথে অবস্থান করে না, কেহই (স্বীয় চেষ্টায়) চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তিনি কেবল ভক্তিপূত-হৃদয়ে নির্ম্মল মনের দ্বারা এবং বিশুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে জীবের ধারণার বিষয় হইয়া থাকেন। যাহারা এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাহারাই অমৃতত্ব লাভ করে। ** সেই পরমেশ্বর বাক্যদ্বারা জ্ঞেয় নহেন, মনদ্বারা বোধ্য নহেন, চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য নহেন।" (কঠোপনিষৎ)। "যাহার ত্রিধাতুক জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রকার বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা।" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)।*

রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল ।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ২০৬ ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নে্য কৈল অন্তর্দ্ধান ।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥ ২০৭ ॥

সৎসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুর সুখ ও পুরাণপুঁথির পত্রগ্রহণ ঃ—

এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল ॥ ২০৮ ॥
নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল ।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল ॥ ২০৯ ॥

দক্ষিণ-মথুরায় আসিয়া সীতাভক্ত বিপ্রকে পত্রার্পণ ঃ—

পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা ।
রামদাস-বিপ্রে সেই পত্র আনি' দিলা ॥ ২১০ ॥

রাবণের মায়াসীতা-অপহরণসূচক শ্লোক ঃ—
কূর্ম্মপুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণ—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ ২১১ ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা ।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ ২১২ ॥

কূর্ম্মপুরাণের পুঁথির পত্র ও শ্লোক-দর্শনে বিপ্রের আনন্দ ঃ—

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৩ ॥

প্রভুকে 'রঘুনাথ' জ্ঞান ঃ—

বিপ্র কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ।
সন্ন্যাসীর বেষে মোরে দিলা দরশন ॥ ২১৪ ॥

বিপ্রের দৈন্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ ও ভিক্ষা দান ঃ—

মহা-দুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ২১৫ ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে ।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলুঁ দরশনে ॥" ২১৬ ॥
এত বলি' সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল ।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২১৭ ॥

একরাত্রি বিপ্রগৃহে অবস্থান ও তাম্রপর্ণী-স্নান ঃ—

সেই রাত্রি তাঁহা রহি' তাঁরে কৃপা করি' ।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥ ২১৮ ॥

নব তিরুপতি দর্শন ঃ—

তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী-তীরে ।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে ॥ ২১৯ ॥

চিয়ড়তলায় রাম-লক্ষণের ও তিলকাঞ্চীতে
শিবের দর্শন ঃ—

চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
তিলকাঞ্চী আসি' কৈল শিব-দরশন ॥ ২২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১-২১২। সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা 'বহ্নিপুরে' রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

২১৩। কূর্ম্মপুরাণগ্রন্থে নূতনপত্র লিখাইয়া রামদাসের প্রতীতির জন্য যে পুরাতন পত্র মহাপ্রভু আনিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া বিপ্রের মন আনন্দিত হইল।

অনুভাষ্য

২১১-২১২। সীতয়া (জনকনন্দিন্যা) বহ্নিঃ (অগ্নিদেবঃ) আরাধিতঃ (অর্চ্চিতঃ সন্) ছায়াসীতাং (মায়াময়ীং তাদৃশীং মূর্ত্তিম্) অজীজনৎ (প্রকটিতবান্)। দশগ্রীবঃ (দশভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ভোগপরায়ণঃ রাবণঃ) তাং (প্রাকৃতাং ছায়াসীতাম্ এব, ন তু মূলসীতাং, সীতায়াঃ অধোক্ষজত্বাৎ) জহার। সীতা (মূলসীতা) [তু] বহ্নিপুরং গতা। পরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং বিবেশ। বহ্নিঃ তৎপুরস্তাৎ সীতাং (মূলসীতাং) সমানীয় অনীনয়ৎ।

২১৮। পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে 'কেরল' ও চোল'-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি 'পাণ্ড্য'-উপাধিধারী রাজা মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজ্য করেন। রামায়ণে—'তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্। স চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপ-বারিণীম্। যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।।"

তাম্রপর্ণী—'তিনেভেলি'-নদীর বামতটে অবস্থিত ; ইহাকে 'পরুণৈ' বলে। ইহা 'পশ্চিমঘাট'-গিরি হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। (ভাঃ ১১।৫।৩৯)—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

২১৯। নয় তিরুপতি—'আলোবর তিরুনগরী', এই নগরটী তিনেভেলি হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ; ইহার চতুর্দ্দিকে নয়টী শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির বর্ত্তমান। নয়টী বিগ্রহই পর্ব্বোপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন।

২২০। চিয়ড়তলা—কাহারও মতে 'ছেরতলা', নগরকৈলের নিকট ; ইহা শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির।

তিলকাঞ্চী—শিবমন্দির, সম্ভবতঃ ইহা তিনেভেলি-নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে 'তেন্‌কাশী'কে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

গজেন্দ্রমোক্ষণে বিষ্ণুর ও পানাগড়িতে রামের দর্শন ঃ—

গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি' বিষ্ণুমূর্ত্তি ।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি' দেখিল সীতাপতি ॥ ২২১ ॥

চাম্‌তাপুরে রাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-দর্শন ঃ—

চাম্‌তাপুরে আসি' দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন ॥ ২২২ ॥

কুমারিকায় অগস্ত্যদর্শন ঃ—

মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন ।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥ ২২৩ ॥

আম্‌লিতলায় রাম-দর্শন ঃ—

আম্‌লিতলায় দেখি' শ্রীরাম গৌরহরি ।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি ॥ ২২৪ ॥

মালাবরদেশে তমাল-কার্ত্তিক ও বেতাপনিতে রাম-দর্শনপূর্ব্বক একরাত্রি বাস ঃ—

তমাল-কার্ত্তিক দেখি' আইল বেতাপনি ।
রঘুনাথ দেখি' তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥ ২২৫ ॥

ভট্টথারির কবলে প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস-বিপ্র ঃ—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥ ২২৬ ॥
স্ত্রীধন দেখাঞা তারে লোভ জন্মাইল ।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২২৭ ॥

কৃষ্ণদাসের অনুসন্ধানে ভট্টথারিগৃহে প্রভুর আগমন ঃ—

প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে ।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২২৮ ॥

ভট্টথারিগণের নিকট প্রভুর কৃষ্ণদাসকে যাচ্ঞা ঃ—

আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে ।
"আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ ২২৯ ॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ, তুমিহ সন্ন্যাসী ।
মোরে দুঃখ দেহ—তোমার 'ন্যায়' নাহি বাসি ॥"২৩০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৪। ভট্টথারি—যাহাদিগকে চলিত ভাষায় কোন কোন দেশে 'ভাটওয়ারী' বলে ; ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। যেখানে যখন থাকে, তথায় 'শির্‌কি' অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু ব্যবসায়,—চৌর্য্য ও প্রতারণা ; ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিয়া সংগ্রহ করত শির্‌কির মধ্যে রাখে এবং অপরাপর লোককে স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল বাড়াইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে সেরূপ ভাটওয়ারীদিগের 'শির্‌কি'।

অনুভাষ্য

২২১। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভ্রমক্রমে ইহাকে কেহ কেহ নগর-কৈবের ২ মাইল দক্ষিণস্থিত 'স্থাণুলিঙ্গ' বা 'দেবেন্দ্র-মোক্ষণশিব' নামে অভিহিত করেন ; বস্তুতঃ ইনি—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ।

পানাগড়ি—'পানাগড়ি', ত্রিবান্দ্রাম যাইতে তিনেভেলি হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমকোণে। পূর্ব্বে এস্থানে শ্রীরাম-মূর্ত্তি ছিলেন, পরে শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর' বা 'রামলিঙ্গ শিব' বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

২২২। চাম্‌তাপুর—সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যস্থিত 'চেঙ্গানুর'; এস্থানে রামলক্ষ্মণের মন্দির আছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠ—'শ্রীবৈকুণ্ঠম্‌', আলোয়ার তিরুনগরী হইতে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী-নদীর বামতটে অবস্থিত।

অনুভাষ্য

২২৩। মলয় পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা।

'অগস্ত্য'-সম্বন্ধে চারিটী মত আছে—(১) তাঞ্জোর-জিলায় কলিমিয়ার পয়েণ্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্যম্‌পল্লী-গ্রামে একটী অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে ; (২) মাদুরা-জিলায় শিবগিরি-পর্ব্বতের শিখরে অগস্ত্য-নির্ম্মিত একটী সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে ; (৩) কেহ কেহ কুমারিকা-অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পঠিয়া-পর্ব্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন ; (৪) তাম্রপর্ণী-নদীর উভয়পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটী 'অগস্ত্যমলয়' নামে কথিত। কন্যাকুমারী—কুমারিকা-অন্তরীপ।

২২৪। মল্লারদেশ—ম্যালেবার-দেশ। ইহার উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্ব্বে কূর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব-সাগর।

২২৫। তমাল কার্ত্তিক—তিনেভেলির ৪৪ মাইল দক্ষিণে এবং 'অমরবল্লী' গিরিসঙ্কট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে, তোবল-তালুকের অন্তর্গত সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকদেবের মন্দির।

বেতাপনি—'ভূতপণ্ডি' ; ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে, নগর-কৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে রামচন্দ্রবিগ্রহ ছিলেন, পরে বোধ হয়, রামেশ্বর বা ভূতনাথ শিবলিঙ্গনামে পূজিত হইতেছেন।

২২৬। ভট্টথারি—মধ্য ১ম পঃ ১১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভট্টথারিগণের প্রভুকে আক্রমণ, কিন্তু প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিবলে তাহারা স্বয়ংই আক্রান্ত ঃ—

শুনি' সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা ।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥ ২৩১ ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে ।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারিভিতে ॥ ২৩২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণদাস-বিপ্রের উদ্ধার-সাধন ঃ—

ভট্টথারি-ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন ।
কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা করিল গমন ॥ ২৩৩ ॥

আদিকেশব-মন্দিরে বিষ্ণু-দর্শনে প্রভুর নৃত্য-গীত ও তদ্দর্শনে সকলের চমৎকার ঃ—

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে ।
স্নান করি' গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২৩৪ ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা ।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত, বহুত করিলা ॥ ২৩৫ ॥
প্রেম দেখি' লোকে হৈল মহা-চমৎকার ।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২৩৬ ॥

শুদ্ধভক্তসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায় প্রাপ্তি ঃ—

মহাভক্তগণসহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল ।
'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি তাঁহা পাইল ॥ ২৩৭ ॥

গ্রন্থদর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ বিকার ॥ ২৩৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতার মাহাত্ম্য ঃ—

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম ।
গোবিন্দমহিমা-তত্ত্ব পরম কারণ ॥ ২৩৯ ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥ ২৪০ ॥

শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ-দর্শন ঃ—

বহু যত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া ।
'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হরষিত হঞা ॥ ২৪১ ॥

দুইদিন অবস্থান, পরে শ্রীজনার্দ্দন-দর্শন ঃ—

দিন-দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন ।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥ ২৪২ ॥

পয়স্বিনী-তীরে শঙ্কর নারায়ণ-দর্শন ঃ—

দিন দুই তাঁহা করি' কীর্ত্তন-নর্ত্তন ।
পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥ ২৪৩ ॥

শৃঙ্গেরি-মঠে আগমন ও পরে মৎস্যতীর্থ দর্শন ঃ—

শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে ।
মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৭। ব্রহ্ম-সংহিতাধ্যায়,—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়, যাহা এখন বঙ্গদেশে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার সহিত পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

২৩৪। পয়স্বিনী—ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'তিরুবত্তর'-নদী ; ভাঃ ১১।৫।৩৯—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

২৩৭-২৪০। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়—'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়। ইহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদস্থিতি, অভ্যাস, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, আত্মারাম, কর্ম্ম, কামগায়ত্রী, কামবীজ, কারণাব্ধিশায়ী, কৃষ্ণধামের চিদ্বিশেষ, গণেশ, গর্ভোদকশায়ী, গায়ত্রী-উৎপত্তি, গোকুল, গোবিন্দ-রূপ, স্বরূপ-তত্ত্ব ও ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্যস্বরূপ, দুর্গা, তপ, পঞ্চভূত, প্রেম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তিচক্ষু, ভক্তিসোপান, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্তি, রামাদি অবতার, লিঙ্গাদি শব্দতাৎপর্য্য, বদ্ধজীব, তাহার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, বেদসার-স্তব, শম্ভু, শ্রুত, স্বকীয়, পারকীয়, সদাচার, সূর্য্য ও হৈমাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৪১। অনন্ত-পদ্মনাভ—মধ্য, ১ম পঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪২। শ্রীজনার্দ্দন—ত্রিবান্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তর বর্কালা-রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে বিরাজমান।

অনুভাষ্য

২৪৪। শৃঙ্গেরি-মঠ—মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা-জিলায় শৃঙ্গেরি-মঠ অবস্থিত, তুঙ্গভদ্রা-নদীর বামতটে এবং হরিহরপুরের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম—(ঋষ্য) শৃঙ্গ-গিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্যস্থিত শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে (১) বদরিকায়—জ্যোতির্মঠ, (২) পুরুষোত্তমে—ভোগ-বর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন-মঠ, (৩) দ্বারকায়—সারদা-মঠ এবং (৪) দাক্ষিণাত্যে—'শৃঙ্গেরি'-মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরি-মঠে 'সরস্বতী', 'ভারতী', ও 'পুরী'—এই ত্রিবিধ এক-দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। "চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গের্য্যাং বর্ত্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো ভূরিবারঃ ভূর্ভুবঃ গোত্র উচ্যতে।। পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী। বরাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং রামেশ্বরং বদেৎ।। তীর্থঞ্চ তুঙ্গাভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা স্মৃতা। চৈতন্য-ব্রহ্মচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ।। আন্ধ্র-দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরালাদি-প্রভেদতঃ। শৃঙ্গের্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ।। স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। সংসার-সাগরাসার-হন্তাসৌ হি 'সরস্বতী'। বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্। দুঃখভারং ন জানাতি 'ভারতী' পরিকীর্ত্ত্যতে।।

উড়ুপীতে মধ্বাচার্য্য-স্থানে নর্ত্তক-গোপাল-দর্শন ঃ—

মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা 'তত্ত্ববাদী'।
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি' তাঁহা হৈল প্রেমাস্বাদী ॥২৪৫॥

শ্রীমধ্বের গোপাল-প্রাপ্তি ও তদবধি শিষ্য-পরম্পরায় সেবা ঃ—

'নর্ত্তক গোপাল দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২৪৬ ॥

অনুভাষ্য

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং 'পুরী'নামা স উচ্যতে।।" (মঠাম্নায়) ; অর্থাৎ মঠ নাম—শৃঙ্গেরী, দিক্—দক্ষিণ ; দেশ—আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি ; সম্প্রদায়—ভূরিবার, গোত্র—ভূর্ভুবঃ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর ; মহাবাক্য বা বোধ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ; দেব—বরাহ; শক্তি—কামাক্ষী ; আচার্য্য—হস্তামলক ; সন্ন্যাসপদবী—'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী' ; ব্রহ্মচারী—চৈতন্য ; তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা ; বেদ—যজুঃ।

শৃঙ্গেরী-মঠের গুরু ও সন্ন্যাসগ্রহণ-কাল-পরম্পরা—যথা, ১। শঙ্করাচার্য্য—২২ শক, ২। সুরেশ্বরাচার্য্য—৩০ শক, ৩। বোধনাচার্য্য—৬৮০ শক, ৪। জ্ঞানধনাচার্য্য—৭৬৮ শক, ৫। জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য্য—৮২৭ শক, ৬। জ্ঞানগিরি আচার্য্য—৮৭১ শক, ৭। সিংহগিরি আচার্য্য—৯৫৮ শক, ৮। ঈশ্বরতীর্থ—১০১৯ শক, ৯। নারসিংহ তীর্থ—১০৬৭ শক, ১০। বিদ্যাতীর্থ বিদ্যাশঙ্কর—১১৫০ শক, ১১। ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ—১২৫০ শক, ১২। বিদ্যারণ্য ভারতী—১২৫৩ শক, ১৩। চন্দ্রশেখর ভারতী—১২৯০ শক, ১৪। নরসিংহ ভারতী—১৩০৯ শক, ১৫। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩২৮ শক, ১৬। শঙ্করানন্দ—১৩৫০ শক, ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী—১৩৭১ শক, ১৮। নরসিংহ ভারতী—১৩৮৬ শক, ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩৯৪ শক, ২০। রামচন্দ্র ভারতী—১৪৩০ শক, ২১। নরসিংহ ভারতী—১৪৭৯ শক, ২২। নরসিংহ ভারতী—১৪৮৫ শক, ২৩। ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী—১৪৯৮ শক, ২৪। অভিনব নরসিংহ ভারতী—১৫২১ শক, ২৫। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৫৪৪ শক, ২৬। নরসিংহ ভারতী—১৫৮৫ শক, ২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬২৭ শক, ২৮। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৬৩ শক, ২৯। নৃসিংহ ভারতী—১৬৮৯ শক, ৩০। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৯২ শক, ৩১। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৭৩০ শক, ৩২। নরসিংহ ভারতী—১৭৩৯ শক, ইঁহাদের সমাধি-সম্বন্ধে জানিতে হইলে 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি' (৪র্থ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। ৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব বিদ্যা নরসিংহ ভারতী—১৭৮৮ শকাব্দা।

শঙ্করাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যে কেরল-দেশান্তর্গত 'কালাডি' নামক গ্রামে ৬০৮ শকে বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া-দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—'শিবগুরু'। শৈশবকালেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই শাস্ত্রাদি-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৫-২৪৭। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে উড়ুপী-গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গাদি, সেই সম্প্রদায়ী আচার্য্যদিগকে 'তত্ত্ববাদী' বলে। সেই স্থানে নর্ত্তকগোপাল শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য জলমগ্ন ডিঙ্গা অর্থাৎ

অনুভাষ্য

অধ্যয়ন শেষ করিয়া নর্ম্মদাতীরে 'গোবিন্দের' নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর কিয়দ্দিবস গোবিন্দের নিকট থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বারাণসী গমন করেন এবং তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্মসূত্রের একটী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে দশ উপনিষৎ, গীতা, সনৎসুজাতীয় ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষ্য রচনা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে 'পদ্মপাদ', 'সুরেশ্বর', 'হস্তামলক' ও 'ত্রোটক',—এই চারিজন প্রধান। শঙ্করাচার্য্য বারাণসী হইয়া প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক কুমারিল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুমারিল মুমূর্ষু থাকাকালে তাঁহার সহিত নিজে বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য 'মণ্ডনে'র নিকট মাহিষ্মতী-নগরে পাঠাইয়া দেন। তথায় তিনি মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্ম্মিণী 'সরস্বতী' বা 'উভয়ভারতী' তাঁহাদের বিচারকালে মধ্যস্থা ছিলেন ; কথিত আছে, তিনি শঙ্কর-সহ কামশাস্ত্র-বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর—আকুমার ব্রহ্মচারী, সুতরাং কামশাস্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; তিনি 'উভয়ভারতী'র নিকট একমাস সময় লইয়া যোগবলে একটী সদ্যো মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া অভীপ্সিত-বিষয়ে অনুধাবন করেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জনপূর্ব্বক 'উভয়ভারতী'র নিকট বিচার প্রার্থনা করেন ; তিনি আর বিচার না করিয়া শঙ্করের প্রার্থনা-মতে তাঁহার শৃঙ্গেরি-মঠে অচলা থাকিবেন, এই বর দিয়া সংসার হইতে বিদায় লইলেন। মণ্ডন শঙ্করাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'সুরেশ্বর' নামে আখ্যাত হন। শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা-মতাবলম্বী লোকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি তেত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে দেহত্যাগ করেন।

মৎস্যতীর্থ—সম্ভবতঃ মালাবর-জিলায় সমুদ্রোপকূলে স্থিত বর্ত্তমান 'মাহে' নগর। কেহ কেহ বলেন, ভিজাগাপটমের অন্তর্গত পদ্ম-তালুকের মধ্যে 'পাদেরু' হইতে ৬ মাইল উত্তরদিকে মটম-গ্রামের নিকটে মাচেরু-নদীর একটী অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ (ভিজাগাপটম্ গেজেটীয়ার) ; কিন্তু ইহা এস্থানে উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয়।

অনুভাষ্য

২৪৫। শ্রীমধ্বাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানাড়া জিলা ; 'দক্ষিণ কানাড়া' জিলার প্রধান নগর—'ম্যাঙ্গেলোর', তদুত্তরে 'উড়ুপী' (উডিপী)। উড়ুপী-গ্রামে পাজকা-ক্ষেত্রে শিবাল্লী-ব্রাহ্মণকুলে 'মধ্যগেহ' ভট্টের ঔরসে 'বেদবিদ্যা'র গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে, ১১৬০ শকাব্দে, শ্রীমধ্বাচার্য্য জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যে মধ্বাচার্য্য 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হয়,—বাল্যকালে উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্রে প্রত্যাগমনকালে নির্ব্বিঘ্নে আগমন, মাতার অনুপস্থিতিকালে জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর সমক্ষে ক্রন্দন-নিবৃত্তিচ্ছলে গবাদির ভোজ্য একনাদা ভূষি-ভোজন, প্রচণ্ড ষণ্ডের পুচ্ছে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলন এবং উত্তমর্ণের ঋণ আদায়-জন্য ধন্না দিয়া থাকায়, তেঁতুলবীজকেই অর্থরূপে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃঋণ-শোধন প্রভৃতি ; পৌগণ্ডে—নেডিউরুগ্রামের উৎসবে মধ্বের নিরুদ্দেশ ও পরে উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের মন্দির-প্রান্তে তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি, নেয়াম্পল্লি-গ্রামে 'শিব'-নামক ব্রাহ্মণের ভ্রমপ্রদর্শন প্রভৃতি বর্ণিত। পঞ্চমবর্ষে, তিনি উপনয়ন- সংস্কার লাভ করেন। মহাভারত-কথিত 'মণিমান্' নামক অসুর সর্পাকার করিয়া তথায় বাস করিত। উপনয়নের পরেই 'বাসুদেব' পদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা সেই সর্পের সংহার করেন। মাতা অস্থিরা হইলে তিনি এক লম্ফ প্রদান করিয়া মাতৃসমক্ষে উপনীত হন। এইকালে পাঠাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি 'অচ্যুতপ্রেক্ষে'র নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ'-নাম লাভ করেন। দক্ষিণদেশে নানা দেশ পর্য্যটনের পর শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ বিদ্যা-শঙ্কর-সহ তাঁহার নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্করের অত্যুচ্চ স্থান মধ্বের নিকট অবনত হইল। 'সত্যতীর্থ' নামক যতির সহিত শ্রীমধ্ব বদরিকায় গমন করেন। তথায় শ্রীব্যাসকে 'গীতা-ভাষ্য' শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল-মধ্যেই নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয় ; সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। শ্রীমধ্ব বদরি হইতে গঞ্জামে গোদাবরী-প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত 'শোভন ভট্ট' ও 'স্বামী-শাস্ত্রী' নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব-পরম্পরায় 'পদ্মনাভ তীর্থ' ও 'নরহরি তীর্থ'-নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হইয়া বালুকোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে! নৌকাখানিকে বালুকায় প্রোথিত হইতে দেখিয়া নৌকা

অনুভাষ্য

ভাসিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে পারিল। নৌবাহিগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড গ্রহণ করিলেন ও পথে আনিতে আনিতে 'বড়বন্দেশ্বর' নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটী সুন্দর 'বালকৃষ্ণমূর্ত্তি' পাওয়া গেল। মূর্ত্তির এক-হস্তে একটী দধি-মন্থনদণ্ড, অপর-হস্তে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণলাভ হইলে তাঁহার 'দ্বাদশ স্তোত্রে'র অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় সেইদিনই রচিত হইল। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর, হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং মাধবকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন। তাঁহার আটজন প্রধান শিষ্য-সন্ন্যাসী উড়ুপীর অষ্ট-মঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দারণ্যের অষ্টগোপিকা যে-প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন, তদ্রূপ এই বালকৃষ্ণের সেবা শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং ও তৎপরে উত্তররাঢ়ী-মঠের অধিপতি শ্রীমধ্বাচার্য্যগণ অষ্ট-মঠাধিপ-যতিগণের সাহায্যে পর পর করাইয়া থাকেন। আজও তাহাই চলিতেছে।

শ্রীমধ্ব দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনকালে তথাকার 'মহাদেব'-নামক রাজা স্বীয় জনবর্গের দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশমতে শ্রীমধ্বও সশিষ্য মৃত্তিকা-খনন-কার্য্যে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজদর্শনপূর্ব্বক রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া তিনি সহসা অগ্রসর হইলেন। গাঙ্গপ্রদেশের একপারে হিন্দুরাজ্য, অপরপারে মুসলমান রাজ্যের পরস্পর বিবাদ-ফলে ঘটনা এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, পারে যাইবার নৌকা পাওয়া গেল না, সুবিস্তৃতা নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনা সর্ব্বদা বাধা দিতেছিল। শ্রীমধ্ব সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া হাতাহাতি করিয়া সকলে নদী সন্তরণ করেন এবং তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইলেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করায় মুসলমানরাজ তাঁহাকে অর্দ্ধ-রাজ্য-দানে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীমধ্ব উহা গ্রহণ করিলেন না। চলিতে চলিতে পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভীমবলে তাহাদের বিনাশ সাধন করেন এবং 'সত্যতীর্থ' ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে ব্যাঘ্রকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন। ব্যাসসহ সাক্ষাৎকালে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। এইকালের পরেই তিনি মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

শ্রীমধ্বের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন

গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি কৃষ্ণ আইলা কোনমতে ॥ ২৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বড় নৌকার মধ্যে গোপীচন্দনের তলে গোপালকে পাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

হইলেন। শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইতে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মাধ্ব-মতাবলম্বি-গণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং মাধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদনের প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীক-পুরী-নামক জনৈক শাঙ্করমতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া আচার্য্যের সহ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত হইল ; কিন্তু পরে বিশেষ উদ্বেগের পর ঐগুলি পাওয়া গেল। পুণ্ডরীক পরাজিত হইলেন। কুম্লাধিপতি জয়সিংহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের গ্রন্থপ্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীনারায়ণাচার্য্য—'শ্রীমধ্ববিজয়ে'র রচয়িতা। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'বিষ্ণুতীর্থ' নামে অভিহিত হন।

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরি'-নামক এক বলবান্ পুরুষ ৩০ জন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিতেন ; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। কাদুর-জিলায় মুদগেরী-গ্রামের প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে,—"শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা।" তিনি একটী ক্ষীণকায় বালকের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইবার কালে বাহকের আদৌ ভারবোধ হয় নাই।

মাঘী-শুক্লা-নবমী-তিথিতে 'ঐতরেয়' উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীমধ্ব পরলোক গমন করেন। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীমধ্ব-শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্য-তনয় নারায়ণ-পণ্ডিত-রচিত 'মধ্ববিজয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ (মঞ্জুষা সমাহৃতি—২য় সংখ্যায়) দ্রষ্টব্য।

শ্রীমাধ্ব-তত্ত্ববাদসম্প্রদায়াচার্য্যগণ উড়ুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্ব-মঠকে 'উত্তররাঢ়ী মঠ' বলেন। উড়ুপী অষ্ট-মঠের মূল-পুরুষ ও মঠসমূহের নাম, যথা—

১। বিষ্ণু-তীর্থ—শোদ মঠ, ২। জনার্দ্দন-তীর্থ—কৃষ্ণপুর মঠ, ৩। বামন-তীর্থ—কনুর মঠ, ৪। নরসিংহ-তীর্থ—অঘমর মঠ, ৫। উপেন্দ্র-তীর্থ—পুত্তুগী মঠ, ৬। রাম-তীর্থ—শিরুর মঠ,

মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৪৮ ॥

অনুভাষ্য

৭। হৃষীকেশ-তীর্থ—পলিমর মঠ, ৮। অক্ষোভ্য-তীর্থ—পেজাবর মঠ।

তথাকার গুরু ও কালপরম্পরা ; যথা—

১। হংস পরমাত্মা, ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। সনকাদি, ৪। দুর্ব্বাসা, ৫। জ্ঞাননিধি, ৬। গরুড়বাহন, ৭। কৈবল্যতীর্থ, ৮। জ্ঞানেশতীর্থ, ৯। পরতীর্থ, ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, ১১। প্রাজ্ঞতীর্থ, ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষ্যাচার্য্য তীর্থ, ১৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য—১০৪০ শক, ১৪। পদ্মনাভ—১১২০ শক, নরহরি—১১২৭ শক, মাধব—১১৩৬ শক ও অক্ষোভ্য—১১৫৯ শক, ১৫। জয়তীর্থ—১১৬৭ শক, ১৬। বিদ্যাধিরাজ—১১৯০ শক, ১৭। কবীন্দ্র—১২৫৫ শক, ১৮। বাগীশ—১২৬১ শক, ১৯। রামচন্দ্র—১২৬৯ শক, ২০। বিদ্যানিধি—১২৯৮ শক, ২১। শ্রীরঘুনাথ—১৩৬৬ শক, ২২। রঘুবর্য্য (মহাপ্রভুর সহিত বাদকারী)—১৪২৪ শক, ২৩। রঘূত্তম—১৪৭১ শক, ২৪। বেদব্যাস—১৫১৭ শক, ২৫। বিদ্যাধীশ—১৫৪১ শক, ২৬। বেদনিধি—১৫৫৩ শক, ২৭। সত্যব্রত—১৫৫৭ শক, ২৮। সত্যনিধি—১৫৬০ শক, ২৯। সত্যনাথ—১৫৮২ শক, ৩০। সত্যাভিনব—১৫৯৫ শক, ৩১। সত্যপূর্ণ—১৬২৮ শক, ৩২। সত্যবিজয়—১৬৪৮ শক, ৩৩। সত্যপ্রিয়—১৬৫৯ শক, ৩৪। সত্যবোধ—১৬৬৬ শক, ৩৫। সত্যসন্ধ—১৭০৫ শক, ৩৬। সত্যবর—১৭১৬ শক, ৩৭। সত্যধর্ম্ম—১৭১৯ শক, ৩৮। সত্যসঙ্কল্প—১৭৫২ শক, ৩৯। সত্যসন্তুষ্ট—১৭৬৩ শক, ৪০। সত্যপরায়ণ—১৭৬৩ শক, ৪১। সত্যকাম—১৭৮৫ শক, ৪২। সত্যেষ্ট—১৭৯৩ শক, ৪৩। সত্যপরাক্রম—১৭৯৪ শক, ৪৪। সত্যধীর—১৮০১ শক, ৪৫। সত্যধীর তীর্থ—১৮০৮ শক।

১৬। বিদ্যাধিরাজ তীর্থ হইতে অপর শিষ্যধারা—১৭। রাজেন্দ্রতীর্থ—১২৫৪ শক, ১৮। বিজয়ধ্বজ, ১৯। পুরুষোত্তম, ২০। সুব্রহ্মণ্য, ২১। ব্যাসরায়—১৪৭০-১৫২০ শক।

এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আরও ১৯ জন শ্রীমাধ্ব তীর্থ-যতি হইয়াছেন।

১৯। রামচন্দ্র তীর্থের অপর শিষ্যধারা—২০। বিবুধেন্দ্র—১২১৮ শক, ২১। জিতামিত্র—১৩৪৮ শক, ২২। রঘুনন্দন, ২৩। সুরেন্দ্র, ২৪। বিজেন্দ্র, ২৫। সুধীন্দ্র, ২৬। রাঘবেন্দ্র তীর্থ—১৫৪৫ শক।

এই 'পর-মঠে' অদ্যাবধি আরও ১৪ জন শ্রীমাধ্ব-তীর্থ-যতি হইয়াছেন।

উড়ুপী—দক্ষিণকানাড়া-জিলায়, ম্যাঙ্গেলোর হইতে ৩৬

মধ্বস্থাপিত কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর নৃত্যগীত ঃ—

কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল ।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল ॥ ২৪৯ ॥

প্রথমদর্শনে ভ্রমক্রমে তত্ত্ববাদীর প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞান ঃ—

তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞানে ।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৫০ ॥

পরে প্রভুর সাত্ত্বিকবিকার-দর্শনে বৈষ্ণবজ্ঞান ঃ—

পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥ ২৫১ ॥

তাঁহাদের আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জড়াভিমান ঃ—

'বৈষ্ণবতা' সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' ।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥ ২৫২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের গর্ব্বমোচনরূপ কৃপা-সঙ্কল্প ঃ—

তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' গৌরচন্দ্র ।
তাঁ-সবা-সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥ ২৫৩ ॥

মহাপণ্ডিত রঘুবর্য্যতীর্থকে প্রভুর সদৈন্য প্রশ্ন ঃ—

তত্ত্ববাদী-আচার্য্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥ ২৫৪ ॥

সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা ঃ—

"সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে ।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥" ২৫৫ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যের উত্তর—(১) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও কৃষ্ণে সমর্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই 'সাধন' ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ২৫৬ ॥

(২) পঞ্চবিধ মুক্তিই 'সাধ্য' ঃ—

'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন ।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥" ২৫৭ ॥

প্রভুর উত্তর—(১) শরণাগত ভক্তের নবধা ভক্তিই সাধন ঃ—

প্রভু কহে,—"শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম-সাধন' ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৫।২৩-২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৫৯ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫০-২৫৮। মহাপ্রভুর শাঙ্কর সন্ন্যাস-লিঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদ পরায়ণ তত্ত্ববাদিগণ প্রথমে প্রভুকে সম্ভাষণ করেন নাই ; পরে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-বোধে সৎকার অর্থাৎ সেবা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববাদিগণের অন্তঃকরণে বৈষ্ণবাভিমান ছিল ; তদ্দর্শনে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রভু কহিলেন,—'আমি সাধ্যসাধন ভালরূপ জানি না ; আপনারা কৃপা করিয়া তাহা আমাকে শিক্ষা দিউন।' তত্ত্ববাদাচার্য্য উত্তর করিলেন,—'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।' প্রভু তাহাতে বলিলেন যে,—শাস্ত্রমতে শ্রবণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ-সাধন; সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবারূপ সাধ্যফলের লাভ হয়।

২৫৯-২৬০। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন,—এই নবলক্ষণ-সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রে উত্তম তাৎপর্য্য।

অনুভাষ্য

মাইল উত্তরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত (দক্ষিণ কানাড়া-ম্যানুয়েল এবং বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

২৫০। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদীর সহিত শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা তত্ত্ববাদীর চিরবিরোধ বিখ্যাত।

২৫৮। তত্ত্ববাদিগণের 'সাধন'—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম (ভাঃ ১১। ১৯।৪৭) ; মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দিষ্ট 'সাধন'—শ্রবণ-কীর্ত্তন। তত্ত্ববাদিগণের 'সাধ্য' পঞ্চবিধ-মুক্তি-লাভান্তে বৈকুণ্ঠগমন ; মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রের 'সাধ্য'—কৃষ্ণপ্রেমা।

২৫৯-২৬০। মহাভাগবত প্রহ্লাদ গুরুব্রুবগণের নিকট কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, অক্ষজজ্ঞানসম্বল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু 'পুত্র' বলিয়া জ্ঞান করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে অধোক্ষজ-সেবক শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি,—

বিষ্ণোঃ শ্রবণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ) [বিষ্ণোঃ] কীর্ত্তনং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং উচ্চারণং), [বিষ্ণোঃ] স্মরণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং), [বিষ্ণোঃ] পাদসেবনং (কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্য্যা), [বিষ্ণোঃ] অর্চ্চনং (পূজনং), [বিষ্ণোঃ] বন্দনং (নমস্কারঃ), [বিষ্ণোঃ] দাস্যং (তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ) [বিষ্ণোঃ] সখ্যং (বন্ধুভাবেন তৎহিতাশংসনং), [বিষ্ণৌ] আত্মনিবেদনং (দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মৈ এবার্পণম্) ইতি নবলক্ষণা (নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা) ভক্তিঃ পুংসা (মানবেন) [আদৌ] অর্পিতা [সতী] ভগবতি বিষ্ণৌ (শ্রীহরৌ)

শুদ্ধশ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥ ২৬১ ॥

জাতরুচি ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬২ ॥

ফলভোগতাৎপর্য্যের নিন্দা ; কাম প্রেমের জনক নহে ঃ—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ ২৬৩ ॥

স্বধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ২৬৫ ॥

হরিকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনের কর্ম্মে অনধিকার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬১। শ্রবণ-কীর্তনরূপ নববিধ সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই 'পঞ্চম'-পুরুষার্থ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চারিটী 'সকৈতব' পুরুষার্থ ; প্রেমরূপ পুরুষার্থই 'অকৈতব' পুরুষার্থ।

২৬৩। কর্ম্ম-প্রতিপাদকশাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণদ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য-কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই ; কেননা, (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

অনুভাষ্য

অদ্ধা (সাক্ষাদেব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেন) [পশ্চাৎ] চেৎ ক্রিয়েত [ন তু আদৌ কৃতা সতী, পশ্চাদর্প্যেত, ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণ-রূপ-পরম্পরা ইয়ং ভক্তিঃ ; ভগবত্তোষণার্থৈবেয়মিতি ভাব্যং, ন তু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমিতি, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত, তদা তেন কর্ত্রা শুদ্ধহরিভজনমেব সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নফলমিতি মত্বা যৎ] অধীতং, তৎ [এব] উত্তমং মন্যে।

২৬১। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—ইহাই চারি পুরুষার্থ। 'কৃষ্ণপ্রেমা'—এই চারি পুরুষার্থের অতীত 'পঞ্চম'-পুরুষার্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের

অনুভাষ্য

২৬৬। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, অথবা মৎ (আমার) কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কৃত হউক্।

অনুভাষ্য

উদয় হয়, অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সংযোগেই কর্ত্তব্য,—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়। মধ্য, ২২ পঃ ১০৫—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।"

২৬২। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। অসৎকর্ম্ম অপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম হইতে কখনই কৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না। কর্ম্ম—জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তির ফলে ভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবাই—ভক্তি। নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যের নিন্দা এবং তাহা ত্যাগ করিবার বিধান সকল-শাস্ত্রে, এমন কি, জ্ঞানশাস্ত্রেও কথিত আছে। অমল-প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধজ্ঞানবিরাগভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের কথাই বিচারিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ ঐ পুরাণের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, সর্ব্বত্রই নিতান্ত তুচ্ছ ফল-ভোগাভিসন্ধি-লক্ষণময় কর্ম্ম ও জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে ; সুতরাং বাহুল্য-বোধে এস্থলে কোন শ্লোক-প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।

২৬৪। মধ্য, ৮ম পঃ ৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৫। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৬। কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগে অধিকার-সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের উক্তি,—

যাবতা পুমান্ ন নির্ব্বিদ্যেত (যাবন্নির্ব্বেদঃ কৃষ্ণেতর-কথাসু

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম ॥ ২৬৭ ॥

শুদ্ধসেবক কৃষ্ণের শুদ্ধসেবা চায়, মুক্তি চায় না ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ ঃ--

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৪।৪৪)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৬৯ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দুষ্কর্ম্মফল নরক, সুকর্ম্ম বা স্বধর্ম্মফল স্বর্গ এবং জ্ঞানফল মোক্ষ—সবই সমান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৭০ ॥

কর্ম্ম ও জ্ঞান—শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং 'সাধন' ও 'সাধ্য' নহে ঃ—

মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন' ॥ ২৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৭। ভক্তিবাধক-কর্ম্মসম্বন্ধে (আপনি) শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শুনিলেন ; এখন দেখুন, ভক্তগণ পঞ্চবিধমুক্তি-পিপাসা অবশ্য ত্যাগ করিবেন ; কেননা, তাঁহারা মুক্তিকে নরকের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

২৬৯। অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টিযুক্তা রাজ্যশ্রীকেও ভরত-মহারাজ যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই (হইয়াছে) ; যেহেতু, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

২৭০। স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ-ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না।

২৭১। হে তত্ত্ববাদাচার্য্য, শুদ্ধভক্তমাত্রেই 'মুক্তি' ও 'কর্ম্ম'—এই দুইটী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি সেই মুক্তিকে 'সাধ্য' ও কর্ম্মকে 'সাধন' বলিয়া স্থাপন করিলেন।

অনুভাষ্য

বৈরাগ্যো ন জায়তে), যাবৎ মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা ন জায়তে, তাবৎ কর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকানি পুণ্যকর্ম্মাণি) কুর্ব্বীত।

২৬৮। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৯। শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত ভরতের শুদ্ধভগবদ্ভক্তজনরূপ গুণ-মহিমার কীর্ত্তন,—

যঃ নৃপঃ (রাজর্ষিঃ ভরতঃ) দুস্ত্যজান্ (দুষ্পরিহরান্) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (ভূমিপুত্রবন্ধুদ্রবিণকলত্রাদীন্) সুরবরৈঃ (দেবশ্রেষ্ঠৈরপি) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়াং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) সদয়াবলোকাং (ভরতস্য দয়া যথা ভবত্যেবমবলোকো যস্যা ইতি, যদ্বা, ভরতো বৈরাগ্যোত্থং শারীরকষ্টং মা স্বীকরোতু, ময়া লাল্যমানো গৃহে এব তিষ্ঠতু, ইতি সদয়োঽবলোকো যস্যাস্তাং) ন ঐচ্ছৎ ইতি যৎ, তৎ (শ্রিয়াম্ ঔদাসীন্যং) উচিতমেব ; [যতঃ] মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং (মধুদ্বিষঃ সেবায়াম্ অনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং) মহতাং অভবঃ (অপৌনর্ভবঃ মোক্ষঃ) অপি ফল্গুঃ (তুচ্ছঃ এব)।

২৭০। পরমহংস শম্ভুর অবজ্ঞাকারী চিত্রকেতুকে পার্ব্বতী 'বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ কর' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলে সাধু চিত্রকেতু তাহা অবনতমস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক উভয়কে প্রসন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ; তদ্দর্শনে পরমবৈষ্ণব শম্ভু পার্ব্বতীর নিকট বিষ্ণুভক্তের আচরণ ও স্বভাব বর্ণন করিতেছেন,—

সর্ব্বে নারায়ণপরাঃ (বিষ্ণুভক্তাঃ) কুতশ্চন ন বিভ্যতি (অকুতোভয়াঃ ইত্যর্থঃ) ; (যতঃ তে) স্বর্গাপবর্গনরকেষু (সুখধাম-স্বর্গমোক্ষেষু ক্লেশধামনরকাদিষু) অপি তুল্যার্থদর্শিনঃ (তুল্যঃ অর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা তুল্যফলদ্রষ্টার ইত্যর্থঃ)।

এই শ্লোকে "কুতশ্চন ন বিভ্যতি" অর্থাৎ 'অকুতোভয়' শব্দটীতে যে 'ভয়' উল্লিখিত, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ('দ্বিতীয়' অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ অথবা সেব্য চৈতন্যবস্তু ব্যতীত অন্য প্রতীত যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ, ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ) হইতে উৎপন্ন—(ভাঃ ১১।২।৩৭, বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।২)। ঐ ভোগই 'কাম' অর্থাৎ স্বার্থাভিসন্ধি-লক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা; তন্ময়ী চেষ্টাই 'মৎসরতা' বা 'হিংসা'। কেবলমাত্র নারায়ণপরায়ণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তই 'অভয়' লাভ করিয়া বলিতে পারেন,—'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি' (ছাঃ উঃ ৮।৯।১) ; অতএব স্বর্গ, নরক বা মোক্ষ, সবই তাঁহার নিকট 'দ্বিতীয়' বা অনাত্ম-বিষয়, সুতরাং অপ্রিয়।

২৭১। শ্রীকুলশেখর-কৃত 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রে—"নাহং বন্দে

তত্ত্ববাদাচার্য্যের ভ্রমজন্য মানদ-প্রভুর অনুযোগ ঃ—

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥" ২৭২ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যের লজ্জা ও প্রভুর মহিমা-উপলব্ধি ঃ—

শুনি' তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ২৭৩ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর মত-স্বীকার ঃ—

আচার্য্য কহে,—"তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয় ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৭৪ ॥

আনন্দতীর্থের আজ্ঞানুসারে তত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়ে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির প্রচলন ঃ—

তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥" ২৭৫ ॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে প্রভুর অনাদর ঃ—

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী,—দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৭৬ ॥

উপাস্যের সবিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস-স্বীকারফলেই তত্ত্ববাদীর 'বৈষ্ণবতা' ঃ—

সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে', করহ নিশ্চয়ে ॥" ২৭৭ ॥

ফল্গুতীর্থে আগমন ঃ—

এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি' ।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥ ২৭৮ ॥

ত্রিতকূপে বিশালাক্ষী-দর্শন, পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আগমন ঃ—

ত্রিতকূপে বিশালা করিল দরশন ।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৭। প্রভু কহিলেন,—ওহে তত্ত্ববাদি-আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ; তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ-স্বীকাররূপ একটী মহদ্‌গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।" "নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।"*

২৭৩। তত্ত্বাচার্য্য—উত্তররাঢ়ী মঠের গুরুপরম্পরা (২৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীরঘুবীর্য্যতীর্থ মধ্বাচার্য্য ছিলেন।

২৭৫। সদাচারস্মৃতিতে—"ধর্ম্মেণেজ্যাসাধনানি সাধয়িত্বা বিধানতঃ। সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা।। আনন্দতীর্থ-মুনিনা ব্যাসবাক্য-সমুদ্ধৃতাঃ। সদাচারস্য বিষয়ে কৃতা সংক্ষেপতঃ শুভা।।"*

২৭৮। তাঁর ঘরে—তাঁহাকে ; অদ্যাপি হাওড়া-আমতা লাইনে 'মাজু' প্রভৃতি স্থানে এবং বর্দ্ধমান-কাটোয়ার দিকে 'তৎ', 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্'-শব্দের কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে ও বহুবচনে চলিত-ভাষায় সম্বন্ধ-বিভক্তি 'র' এর সহিত 'ঘরে' শব্দটীর ব্যবহার সিদ্ধ ; যেমন,—'তাদের ঘরে', 'তোমাদের ঘরে' এবং 'আমাদের ঘরে' প্রভৃতি শব্দে 'তাহাদিগকে', 'তোমাদিগকে' এবং 'আমাদিগকে' বুঝায়। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ সকল শব্দের কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া-বিভক্তিতে কেবলমাত্র বহুবচনে 'গোরে' শব্দ এই 'ঘরে' শব্দটীর অপভ্রংশক্রমে প্রচলিত ; কিন্তু সম্বন্ধ-বিভক্তি 'র'-আগম হয় না ;যেমন,—'তোমাদিগকে ডাকিয়াছে' কথাটীর পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে চলিত-ভাষায় 'তোমাগোরে ডাক্‌ছে' কথাটী প্রচলিত।

২৭৯। পঞ্চাপ্সরা তীর্থ—শাতকর্ণির, মতান্তরে মাণ্ডকর্ণির, মতান্তরে অচ্যুতঋষির তপস্যা-ভঙ্গোদ্দেশে ইন্দ্র প্রেরিত লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা,—এই পাঁচটী অপ্সরা অভিশপ্তা

অমৃতাণুকণা—২৭৬। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উড়ুপী-গ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠের তৎকালীন তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীরঘু-বর্য্যতীর্থের কথিত সাধ্য-সাধন-বিচার খণ্ডন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এবং বিশেষতঃ মহাপ্রভুর উক্ত আচার্য্য-প্রতি 'তোমার সম্প্রদায়' বাক্য হইতে কেহ কেহ মনে

** হে কৃষ্ণ! আমি মুক্তির জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, অথবা কুম্ভীপাক কিংবা গুরুতর অন্য কোন নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বন্দনা করি না, অথবা স্বর্গস্থ নন্দনকাননে সুর-রমণীগণের সুকোমল তনুলতাতে অভিরমণের জন্য স্তুতি করি না, কেবল ভাবের প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি। হে ভগবন্, পাপ-পুণ্যাত্মক ধর্ম্মে অথবা ধনরত্নে কিংবা কামোপভোগে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যাহা হইবার তাহাই হউক্। কেবল, ইহাই মাত্র আমার বহুমানিত প্রার্থনা, তোমার পাদপদ্মযুগ-গতা ভক্তি আমার হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরেও নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করুক্।*

** সর্ব্ব বর্ণ ও আশ্রমসকল ইজ্যা-সাধনসমূহ ধর্ম্মসহকারে যথাবিধি সম্পাদন করাইয়া একমাত্র বিষ্ণুকেই আরাধনা করিয়া থাকে। শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ-মুনি সদাচার-বিষয়ক ব্যাসবাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্তরূপে মঙ্গলকারিণী স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।*

অমৃতাণুকণা

করিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন। তাঁহারা উক্ত কথোপকথন হইতে বিচার করিয়া বসেন,—"শ্রীমধ্বমতে 'সাধন'—কর্ম্মার্পণ এবং 'সাধ্য'—জ্ঞানমার্গ-গত মুক্তি, অতএব উহাতে ভক্তিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানের চিহ্ন থাকায় তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-রূপ 'সাধন' এবং 'কৃষ্ণপ্রেম'-রূপ সাধ্যের বিচার হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। অতএব শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ংই পৃথক্ সাধ্য-সাধন-বিচারসম্পন্ন এক পঞ্চম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।" সম্প্রদায়-বিজ্ঞান-বৈভব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীমধ্বমতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও অমলা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবগণ—'কর্ম্মী' ; তাহাদিগকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ব্যতীত আর উপায় নাই। তজ্জন্য শ্রীমধ্ব ভক্তির অধীন তথা শুদ্ধ-ভগবৎজ্ঞানের অনুকূল-কর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। "ওঁ সহকারিত্বেন ওঁ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৩)—এই সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিব-রূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ শুদ্ধ-ভগবৎজ্ঞানও কর্ম্ম ব্যতীত মোক্ষপ্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে কর্ম্ম-জ্ঞানের কর্ম্মসচিব-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট যে, শ্রীমধ্বপাদ কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করেন নাই—গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহক মন্ত্রীর আসন দিয়াছেন মাত্র। শ্রীভাগবত-মতের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই,—তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৭।২৪) "দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভিবির্বিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।" —শ্লোক আলোচনাদ্বারা বুঝা যায়। তবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যে যাগযজ্ঞাদি, সেইরূপ কর্ম্ম গৌণরূপেও ভক্তির সচিব হইতে পারে না। কর্ম্ম সাধারণতঃই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যেই সাধিত হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।" কিন্তু, যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে সাধিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে। শ্রীমন্মধ্ব তাদৃশ কর্ম্মকেই মাত্র ভক্তির সচিবের আসন প্রদান করিয়াছেন। পরমার্থের উদ্দেশক নহে, এরূপ কর্ম্ম যে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়, তাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"**কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ** বিমুচ্যতে। **তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি** যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৫০)

শ্রীমধ্বমতে অমলাভক্তিই একমাত্র 'সাধন' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। মধ্ব-সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত সংক্ষিপ্ত মধ্বমত-প্রকাশক একটী শ্লোকে তাহা ব্যক্ত আছে। যথা—"শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজ-সুখানুভূতিরমলা **ভক্তিশ্চ তৎসাধনং**, হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।।" এই শ্লোকেরই অনুরূপ একটী শ্লোক—"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমম্" শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী-গ্রন্থে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রকাশ করিয়া শ্রীমধ্বমত ও শ্রীচৈতন্যমতের অপার্থক্য দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্ব তাঁহার বিভিন্ন ভাষ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিকেই মুখ্য সাধনরূপে মুহু-র্মুহুঃ ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—'দ্বাপরীয়ৈর্জনৈ-র্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। **কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।**" (মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য-ধৃত নারায়ণ-সংহিতা-বচন) ; "**ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী**তি মাঠর শ্রুতেঃ।" (৩।৩।৫৩ সূত্রভাষ্য) ; **ভক্ত্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি** বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ। স এব মুক্তিদাতা চ **ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্**।।" (মহাভারত-তাৎপর্য্য ১।১১৮)। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, 'ভক্তি' ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমধ্বমতে যে-মুক্তি 'সাধ্য'রূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত জীব-পরমাত্মৈক্য-রূপা সাযুজ্য-মুক্তি নহে। যদি তিনি জীব-পরমাত্মার ঐক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য পঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্কর-ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়! শ্রীমধ্ব জীবগণকে শ্রীহরির নিত্য অনুচর (সেবক) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জীবের ঈশ্বর-উপাসনার কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্য **মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ**।" (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬ অঃ)—অর্থাৎ যে স্থানে অন্যের কথা কি, স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থ নহে, তথায় দেবাসুরাদি নিখিল-জীবগণের পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন। "**কৃষ্ণোমুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ**" (মহাভারত তাৎপর্য্য ২।৬২)—অর্থাৎ, মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। "**মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরে**।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭); "**মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী**" (মঃ তাঃ ১।১০৫) প্রভৃতি বাক্যে মুক্ত-গণেরও শ্রীহরি-উপাসনা এবং ভক্তিই যে সেই মুক্তগণের নিত্য আনন্দস্বরূপিণী, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। "ভেদ ব্যপদেশাচ্চ" (১।১।১৭) সূত্রের ভাষ্যেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তই মুক্তির স্বরূপরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—"**মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ**" (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। এমন কি, উক্ত মতে মুক্তি ও মুক্তজীবগণের মধ্যেও তারতম্য তথা আনন্দের তারতম্য স্বীকৃত আছে—"জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ" (সংক্ষিপ্ত মধ্বমত), "মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৩৩)।

গোকর্ণে শিবদর্শন, দ্বৈপায়নি ও সূর্পারক-তীর্থে আগমন ঃ—

গোকর্ণে শিব দেখি' আইলা দ্বৈপায়নি ৷
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি ৷৷ ২৮০ ৷৷

কোলাপুরে লক্ষ্মী, ভগবতী, গণেশ ও পার্ব্বতী দর্শন ঃ—

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি' দেখে ক্ষীর-ভগবতী ৷
লাঙ্গ-গণেশ দেখি' দেখে চোর-পার্ব্বতী ৷৷ ২৮১ ৷৷

ভীমা-নদীতীরে পাণ্ডরপুরে আগমন ও বিঠ্‌ঠলদেব দর্শন ঃ—

তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র ৷
বিঠ্‌ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ৷৷ ২৮২ ৷৷

প্রভুর নৃত্য-গীত ও এক বৈষ্ণববিপ্রগৃহে ভিক্ষা ঃ—

প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন ৷
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ৷৷ ২৮৩ ৷৷

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮২। পাণ্ডরপুর—ভীমা-নদীতীরে 'পাণ্ডুপুর' বা 'পাণ্ডর-পুর' নগর। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এইস্থানে মহাপ্রভু তুকা-রামাচার্য্যকে হরিনাম দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন—ইহা তুকারামকৃত 'অভঙ্গে' তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে প্রদেশে মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে।

অনুভাষ্য

হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র এই সরোবর দেখেন। নারদ-বাক্যে জানা যায় যে, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া কুম্ভীর-যোনি হইতে অপ্সরা-পাঁচটীকে মোচন করেন ; তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

২৮০। গোকর্ণ—বোম্বাই-প্রদেশে উত্তর-কানাড়ায় কার-ওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং মহা-বলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এস্থানে তীর্থোদ্দেশে বহুযাত্রি- সমাগম হয় (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

সূর্পারক,—বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জিলায় 'সোপারা' নামক স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৪৯শ অঃ ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।

২৮১। কোলাপুর—বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয়রাজ্য; ইহার উত্তরে—সাঁতারা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে—বেলগ্রাম, পশ্চিমে —রত্নগিরি। এখানে 'উর্ণা' নদী আছে। কোলাপুরে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০টী মন্দির ছিল ; তন্মধ্যে এক্ষণে এই ছয়টী মন্দির বিখ্যাত, —(১) অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মীর মন্দির, (২) বিঠোবার মন্দির, (৩) টেম্‌ব্লাইর মন্দির, (৪) মহাকালীর মন্দির, (৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির এবং (৬) য়্যাল্লাম্মার মন্দির (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

২৮২। পাণ্ডরপুর বা পণ্ঢরপুর—বোম্বাই-প্রদেশে শোলাপুর-জিলার অন্তর্গত মহকুমা,—শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে। এখানে বিঠ্‌ঠল বা বিঠোবা-দেব ঠাকুর আছেন; তিনি—চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি। এই নগরটী ভীমা-নদীতীরে

সুতরাং মায়াবাদ-দলনবানা শ্রীমধ্বপাদ যে-মুক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভক্তিপর এবং শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারপর—কিছুমাত্র জ্ঞানদুষ্ট নহে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমধ্ব-কথিত উক্ত মুক্তিকে "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঘৃতে যেমন ক্ষীরের মৌলিকতা আছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসার প্রেমার মধ্যেও শ্রীমধ্ব-প্রতিপাদ্য 'সাধ্য' শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভরূপা মুক্তি অনুস্যূত হইয়া আছে।

তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের বিচারধারা কালক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রীমন্মধ্বের লেখনী ও আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। তজ্জন্য পরবর্ত্তী বিকৃত মতকে মূল-আচার্য্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। শ্রীমহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াও উক্ত তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে 'তোমার সম্প্রদায়' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, ইহাতে উক্ত তত্ত্ববাদি-মহাশয় যে মূল 'মধ্ব-সম্প্রদায়'-ধারা হইতে অনেক বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বাক্যে সেই তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে এইমাত্র বুঝাইয়াছেন,—"আমার অভিপ্রেত ও স্বীকৃত যে মধ্ব-সম্প্রদায়, তুমি তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল বহিরঙ্গ-মতজালে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যতঃ এক পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছ,—উহাতে এক ভগবদ্বিগ্রহের সত্যতা স্বীকার ছাড়া আর কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অতএব তোমার কল্পিত এই সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাসশিষ্য শ্রীমধ্বের তথা আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি গোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তকে মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কেহ উক্ত অপসিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করিলে তিনি মহাপ্রভুর মত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ বিচারও নিতান্ত অযৌক্তিক। তথাকথিত তত্ত্ববাদিগণের অপসিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব তিনি কখনও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা।

তথায় শ্রীরঙ্গপুরীর অবস্থান-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥ ২৮৪ ॥
মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গপুরী' নাম।
সেইগ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥ ২৮৫ ॥

শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট গমন ও প্রণাম ঃ—

শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥ ২৮৬ ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৮৭ ॥

প্রভুর ভাবদর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রভুকে পুরীর ধারণা ঃ—

দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গ-পুরীর মন।
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি' বলিলা বচন ॥ ২৮৮ ॥
"শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥" ২৮৯ ॥

প্রভুকে আলিঙ্গন ও উভয়ের প্রেম-ক্রন্দন ঃ—

এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৯০ ॥

উভয়ের ধৈর্য্য ; পরস্পরের পরিচয়প্রাপ্তি ও প্রেম ঃ—

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥ ২৯১ ॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥ ২৯২ ॥

উভয়ের এক সপ্তাহ যাবৎ কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ২৯৩ ॥

পুরীর প্রশ্নে প্রভুর 'জন্মস্থান—নবদ্বীপ'-বলিয়া জ্ঞাপন ঃ—

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম ॥ ২৯৪ ॥

পূর্ব্বে শচীগৃহে রঙ্গপুরীর তৎপাচিতান্ন-ভোজন-সুযোগ ঃ—

শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া-নগরী ॥ ২৯৫ ॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল ॥ ২৯৬ ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ—মহা-পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ ২৯৭ ॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসি-ভোজনে ॥ ২৯৮ ॥

রঙ্গপুরীমুখে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসান্তে সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণ ঃ—

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স ॥ ২৯৯ ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ ৩০০ ॥

প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥" ৩০১ ॥

শ্রীরঙ্গপুরীর দ্বারকাযাত্রা ঃ—

এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি'।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ৩০২ ॥

বৈষ্ণববিপ্রগৃহে প্রভুর ৪ দিন অবস্থান ও বিঠ্ঠলদেব-দর্শন ঃ—

দিন-চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমানদী স্নান করি' করেন বিঠ্ঠল-দর্শন ॥ ৩০৩ ॥

অনুভাষ্য

অবস্থিত। পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এখানে 'তুকারাম' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব-সাধু ছিলেন।

২৮৯। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্ব্বে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত একক কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র হইতেই জগতে ঐকান্তিক-শ্রীরাধাদাস্যমূলে বিপ্রলম্ভ-রসে কৃষ্ণপ্রেম অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেননা "ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর" (আদি, ৯ম পঃ ১০ সংখ্যা)। শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত প্রিয় সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতরুচি ভক্তেরই এই কৃষ্ণপ্রেমেতে অধিকার ; মধ্য, ২য় পঃ ৮৩ সংখ্যাও দ্রষ্টব্য।

গোসাঞির—নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলশিরোমণি কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীগুরুদেবের ; তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী প্রকৃত 'গোস্বামি'-শব্দবাচ্য,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০০। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'শঙ্করারণ্য স্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণ করিতে করিতে 'পাণ্ডরপুর'-তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ চিন্ময়-ধামে প্রবেশ করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গপুরী এই সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলেন।

অনুভাষ্য

এইজন্য ত্যক্তগৃহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে 'গোস্বামি'-শব্দে উদ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্দারা 'গোস্বামি-শব্দটী যে রক্ত বা শুক্র অথবা শৌক্র-বংশ-পরম্পরাক্রমে গৃহব্রত-ধর্ম্মে বা গৃহমেধ-যজনে আবদ্ধ নহে, তাহা জানা যায় ; কিন্তু বৈষ্ণব-বিরোধস্পৃহামূলে অন্যায়ক্রমে 'গোস্বামি'-শব্দটী বর্ত্তমানকালে শৌক্রজাতিগত

কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে আগমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাঁহা দেবতা-মন্দিরে ॥ ৩০৪ ॥

তথাকার ব্রাহ্মণগণ—বৈষ্ণব ও কর্ণামৃত-পাঠক ঃ—

ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত ।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ॥ ৩০৫ ॥

কর্ণামৃত-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ ও পুঁথির নকল-সংগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥ ৩০৬ ॥

'কর্ণামৃতে'র মহিমা ঃ—

'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥ ৩০৭ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি ।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥ ৩০৮ ॥

প্রভুর দুইটী গ্রন্থ সংগ্রহ—(১) সিদ্ধান্ত ও (২) রসশাস্ত্র ঃ—

'ব্রহ্মসংহিতা', 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা ।
মহা যত্ন করি' পুথি আইলা লঞা ॥ ৩০৯ ॥

তাপ্তী ও নর্ম্মদা-তীরস্থ তীর্থদর্শন ও মাহিষ্মতীপুরে আগমন ঃ—

তাপী স্নান করি' আইলা মাহিষ্মতীপুরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥ ৩১০ ॥

ধনুস্তীর্থ-দর্শন ও নির্ব্বিন্ধ্যা-নদীস্নান, পরে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে দণ্ডকারণ্যে আগমন ও 'সপ্ততাল'-বিমোচন ঃ—

ধনুস্তীর্থ দেখি' করিলা নির্ব্বিন্ধ্যে স্নানে ।
ঋষ্যমূক-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥ ৩১১ ॥
'সপ্ততাল-বৃক্ষ' দেখে কানন-ভিতর ।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ॥ ৩১২ ॥
সপ্ততাল দেখি' প্রভু আলিঙ্গন কৈল ।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥ ৩১৩ ॥

প্রভুকে লোকের রামাবতার-জ্ঞান ঃ—

শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার ।
লোকে কহে,—"এ সন্ন্যাসী—রাম-অবতার ॥ ৩১৪ ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম ??" ৩১৫ ॥

পম্পা-সরোবরে স্নান ও পঞ্চবটীতে বিশ্রাম ঃ—

প্রভু আসি' কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান ।
পঞ্চবটী আসি' তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ৩১৬ ॥

নাসিকে শিবদর্শনান্তে ব্রহ্মগিরিতে ও পরে কুশাবর্ত্তে আগমন ঃ—

নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি' গেলা ব্রহ্মগিরি ।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥ ৩১৭ ॥

অনুভাষ্য

উপাধিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় উহা অনধিকারী ব্যবহারকারীর ব্যাধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩০৪। কৃষ্ণবেণ্বা—সহ্যাদ্রি-গিরিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা-নদীর ধারাদ্বয়ের উৎপত্তি। এই নদীতীরেই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের বসতি ছিল। 'বেণ্বা'র পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'বীণা', কেহ কেহ 'বেণী', 'সিনা' ও কেহ 'ভীমা' বলেন।

৩০৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গলের রচিত ১১২ শ্লোক-বিশিষ্ট গীতিগ্রন্থ। এই নামে দুই-তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন গীতিগ্রন্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামীর কৃত এই গ্রন্থের দুইটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পাঠ্য টীকা আছে।

৩০৯। ব্রহ্মসংহিতা—২৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩১০। তাপী—বর্ত্তমান নাম 'তাপ্তি'—ইহা মধ্যভারতে মূলতাই-গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিম-সাগরে পতিত হইয়াছে।

মাহিষ্মতীপুর—'চুলিমহেশ্বর'; মহাভারত সভাপর্ব্ব সহ-দেবের দিগ্বিজয়ে ৩১ অঃ ২১ শ্লোক—"ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ।।" পূর্ব্বে গুজরাটের ব্রোচ্-জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান।

৩১১। নির্ব্বিন্ধ্যা-নদী—উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিতা পারা-নদীর পশ্চিমে এবং পাবনী-নদীর দক্ষিণে।

ঋষ্যমূক—কেহ কেহ বলেন, বেলারি-জিলায় হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গাভদ্রা-নদীর তীরস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরি-পথটীর পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটী নিজাম-রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। কাহারও মতে, মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান নাম 'রাম্প' ; কাহারও মতে, ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'অনমলয়' এবং কাহারও মতে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইতেই পম্পা-নদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

দণ্ডকারণ্য—উত্তর 'খান্দেশ' হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং মধ্যে 'নাসিক' ও 'আউরঙ্গাবাদ' পর্য্যন্ত গোদাবরী-নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগটীতে 'দণ্ডকারণ্য'-নামক বিস্তৃত বন ছিল।

৩১২। সপ্ততাল—বানররাজ সুগ্রীবকে বালিহত্যার ব্যাপারে স্বীয় সামর্থ্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্দ্ধার সহিত সপ্ততাল-বধপ্রসঙ্গ—রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ১১শ ও ১২শ সর্গে বর্ণিত আছে।

৩১৬। পম্পা—"ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াং পুরস্তাৎ পুষ্পিত-

গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে তীরে বহু তীর্থোদ্ধারান্তে বিদ্যানগরে আগমন ঃ—

সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর ।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ ৩১৮ ॥

প্রভুসহ রামানন্দ রায়ের মিলন ঃ—

রামানন্দ রায় শুনি' প্রভুর আগমন ।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন ॥ ৩১৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥ ৩২০ ॥

উভয়ের প্রেমানন্দ ও ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন ॥ ৩২১ ॥
কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হঞা ।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া ॥ ৩২২ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রাবৃত্তান্ত-বর্ণন ও সংগৃহীত গ্রন্থদ্বয়-প্রদান ঃ—

তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা ।
কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা,—দুই পুঁথি দিলা ॥ ৩২৩ ॥
প্রভু কহে,—"তুমি যে 'প্রেম-সিদ্ধান্ত' কহিলে ।
এই দুই পুস্তকে সেই রসের সাক্ষী দিলে ॥" ৩২৪ ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ।
প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ॥ ৩২৫ ॥

প্রভুদর্শনে লোকসমাগম ঃ—

'গোসাঞি আইলা', গ্রামে হৈল কোলাহল ।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥ ৩২৬ ॥

বহিরঙ্গ লোকদর্শনে রায়ের ও প্রভুর স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রস্থান ঃ—

লোক দেখি' রামানন্দ গেলা নিজঘরে ।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ৩২৭ ॥

প্রভু ও রায়ের কৃষ্ণকথালাপে একসপ্তাহ-যাপন ঃ—

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ।
দুইজনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ ॥ ৩২৮ ॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ৩২৯ ॥

প্রভুর আজ্ঞানুসারে রায়ের পুরীতে যাইবার উদ্‌যোগ-জ্ঞাপন ঃ—

রামানন্দ কহে,—"প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাঞা ।
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিয়া ॥ ৩৩০ ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ।
চলিবার উদ্‌যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে ॥" ৩৩১ ॥

প্রভুর বিদ্যানগরে আগমনের কারণ ঃ—

প্রভু কহে,—"এথা মোর এ-নিমিত্তে আগমন ।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥" ৩৩২ ॥

রায়ের পূর্বেই প্রভুকে পুরীতে প্রেরণ, পশ্চাতে নিজের আগমনাঙ্গীকার ঃ—

রায় কহে,—"প্রভু, আগে চল নীলাচলে ।
মোর সঙ্গে হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহলে ॥ ৩৩৩ ॥
দিন-দশে ইহা-সবার করি' সমাধান ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥" ৩৩৪ ॥

প্রভুর সম্মতি ও পুরীতে গমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ ৩৩৫ ॥

বৈষ্ণবতাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে কৃপাপ্রদর্শনার্থ প্রভুর পূর্ব্ব-পথে গমন ঃ—

যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈলা আগমন ।
সেই পথে চলিলা দেখি' সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুভাষ্য

দ্রুমঃ" কেহ কেহ বলেন,—তুঙ্গাভদ্রা-নদীরই প্রাচীন নাম 'পম্বা'; মতান্তরে—বিজয়নগরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী হাম্পি-গ্রামটী প্রথমে পম্পা-তীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ ছিল ; মতান্তরে—হায়দ্রাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রার তীরবর্ত্তী একটী সরোবরই 'পম্পা-সরোবর' নামে পরিচিত ; মতান্তরে, পম্পা-সরোবরই ত্রিবাঙ্কুরের পম্বে-নদী ; মতান্তরে—স্থির জল বলিয়া নদীর সরোবরাখ্যা।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটী বন ; বর্ত্তমান 'নাসিক'-শহরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসা ছেদন করেন। নাসিক-শহরে 'ত্র্যম্বক' নামক মহাদেব আছেন (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

৩১৭। কুশাবর্ত্ত—পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূলধারাসমূহ উদ্ভূত হয় ; উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী ; কাহারও মতে, বিন্ধ্যের পাদমূলে অবস্থিত।

৩১৮। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান হইতে বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের উত্তরাংশ দিয়া 'বস্তার' হইয়া উত্তর-সর্কাসে কলিঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৩২৬। গোসাঞি—শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।

যাঁহা যায়, লোক উঠে হরিধ্বনি করি'।
দেখি' আনন্দিত-মন হৈলা গৌরহরি ॥ ৩৩৭ ॥

আলালনাথে আসিয়া নিত্যানন্দাদিকে আনয়নার্থ সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ ঃ—

আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥ ৩৩৮ ॥

প্রভুদর্শনার্থে নিত্যানন্দাদির মহা ব্যস্তভাবে আগমন ঃ—

প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ-রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩৩৯ ॥
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩৪০ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা ॥ ৩৪১ ॥

সকলকে প্রভুর প্রেমালিঙ্গন ঃ—

প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৩৪২ ॥

সমুদ্রতীরে সার্ব্বভৌমসহ মিলন ঃ—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৪৩ ॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৪ ॥

সকলকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও ভাবাবেশে নৃত্য-গীত ঃ—

প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৩৪৫ ॥
জগন্নাথ-দরশন প্রেমাবেশে কৈল।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রুতে শরীর ভাসিল ॥ ৩৪৬ ॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল আইল সবে মালা-প্রসাদ লঞা ॥ ৩৪৭ ॥

প্রভুর ধৈর্য্যধারণ ও জগন্নাথ-সেবকগণসহ মিলন ঃ—

মালাপ্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩৪৮ ॥
কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর পড়িলা চরণে।
মান্য করি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৯ ॥

মধ্যাহ্নে সগণ প্রভুকে ভট্টাচার্য্যের ভিক্ষাদান ঃ—

প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি' নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ৩৫০ ॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
পীঠা-পানা আদি জগন্নাথ যে খাইল ॥ ৩৫১ ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥ ৩৫২ ॥
ভিক্ষা করাঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥ ৩৫৩ ॥

ভট্টাচার্য্য-গৃহে রাত্রিবাস ও সকলের নিকট তীর্থযাত্রা-বিবরণ-বর্ণন ঃ—

প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩৫৪ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি' কৈল জাগরণ ॥ ৩৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের ও রায়ের প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"এত তীর্থ কৈলুঁ পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিলুঁ একজন ॥ ৩৫৬ ॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।"
ভট্ট কহে,—"এই লাগি' মিলিতে কহিল ॥" ৩৫৭ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রা-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সংক্ষেপেই বর্ণিত ঃ—

তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈলুঁ সমাপন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ৩৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪৭। পাণ্ডাপাল—শ্রীজগন্নাথকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা—পাণ্ডা ; যাঁহারা অন্যপ্রকার টহল করেন, তাঁহারা—'পশুপাল' ; এই দুই একত্রে 'পাণ্ডাপাল' হইয়াছে।

৩৫৫-৩৫৭। সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। সার্ব্বভৌম! এতাবদ্দূরং পর্য্যটিতম্ ; ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ, কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ, স তু অলৌকিক এব ভবতি।

সার্ব্বভৌমঃ। দেব! অতএব নিবেদিতং—সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্য ইতি।

অনুভাষ্য

৩৫৮। এই পরিচ্ছেদের ৭৪ সংখ্যায় "শিয়ালীতে ভৈরবী দেবী করি' দরশন" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিয়ালীতে শ্রীভূ-বরাহ করি' দরশন" হইবে। শিয়ালী এবং চিদম্বরমের নিকট সুবিখ্যাত 'শ্রীমুষ্ণম্'-মন্দির। তথায় শ্রীভূ-বরাহদেব-বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম্-তালুকের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-আর্কট জিলায় শিয়ালী সন্নিকটে 'শ্রীভূ-বরাহদেব'ই বিরাজমান, 'ভৈরবীদেবী' নহে।

চৈতন্যলীলা-বর্ণনে গ্রন্থকারের লালসা ঃ—

অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি ।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৫৯ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রাছলে লোকোদ্ধার-কথা-শ্রবণের ফল ঃ—

প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন ।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৬০ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যে দৃঢ়শ্রদ্ধা ও অকৈতব-মনে হরিসঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম ঃ—

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' ।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৩৬১ ॥

তদ্ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ঃ—

এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই কহে মর্ম্ম ॥ ৩৬২ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলার অসমোর্দ্ধ গাম্ভীর্য্য ও গ্রন্থকারের সহজ দৈন্য ঃ—

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ, গম্ভীর ।
প্রবেশ করিতে নারি,—স্পর্শি রহি' তীর ॥ ৩৬৩ ॥

চৈতন্যের অনুশীলনক্রমেই কৃষ্ণে প্রীতি-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন ।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব ; অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্ ; অপরে তু শৈবা এব বহবঃ, পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দ-মতমেব মে রুচিতম্।"

অনুভাষ্য

৩৫৯। লজ্জা খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া ; তার—শ্রীচৈতন্যলীলার।

৩৬০। পঞ্চোপাসকগণ জগতে অভিব্যক্ত জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানোপযোগী বস্তুতে উপাস্যত্বের আরোপ করেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাদৃশ ইন্দ্রিয়তর্পণময় অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুকে 'পরমার্থ' বলেন না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক পরমার্থ-বস্তুর হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া অনির্দ্দেশ্য আকাশ-পুষ্পকেই 'অধোক্ষজ' বলিয়া ভ্রান্ত হন। কোন কোন সময়ে তাঁহারা 'উপাস্য'-শব্দে নির্ব্বিশিষ্ট বিচিত্রতা-রহিত 'তমসাচ্ছন্ন' ভাব বা জাড্যের তাণ্ডব নৃত্যকেই লক্ষ্য করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারমুখে তাদৃশ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর অনুভূতির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞানের নামরূপগুণলীলা-পরিচয়াত্মক ভগবদ্বস্তুরই দর্শন করিয়াছেন। শিবাদি বিভিন্ন দেবতার দর্শন, শাক্যসিংহ-দর্শন ('ধর্ম্ম', 'সঙ্ঘ' ও 'বুদ্ধ'-দর্শন) প্রভৃতি যেরূপভাবে অবৈষ্ণবগণ দেখিয়া থাকেন, তাহা যে বৈষ্ণব-দর্শন নহে, তাহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু অধোক্ষজ-বস্তুরই দর্শন করিয়াছেন। আত্মবৃত্তি অধোক্ষজ-দর্শনের সহিত বাহ্য অক্ষজদর্শন যে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত,—ইহাই গৌরদাসগণের অনুসরণীয় বিষয়। কৃষ্ণপরিকর-গোপীহৃদয়ে গোপীজনবল্লভের দর্শনকে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬১-৩৬২। অন্যজীবের প্রতি স্বাভাবিক দয়ার সহিত অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি হিংসাবৃত্তি (ভোগবুদ্ধিমূলে কৃষ্ণ হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা) একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মুখে 'হরি' 'হরি' বল। (এতদ্ব্যতীত) এই কলিকালে অন্যধর্ম্ম নাই ;—শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধবৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠ করাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভোগযন্ত্ররূপা "মহামায়া" প্রভৃতি নানা-দেবতার দর্শনের সহিত 'এক' বা 'সমান' বলিয়া বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হন। হৈতুক তর্কপন্থিগণ শ্রৌতপন্থা বুঝিতে না পারিয়া "হেনোথিষ্ট" বা "পঞ্চোপাসক" হইয়া পড়েন। বাহ্যজগতের ঐশ্বর্য্যের বিভিন্ন অনুভূতির অন্যতম বলিয়া ধ্যান করিয়া পাঁচটী উপাস্য দেবতার একটীকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস এবং অপর-গুলির তজ্জাতীয়তা সত্ত্বেও তাহাদিগকে গৌণভাবে অনাদরমুখে সমগ্র বিশ্বে যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রতীক-দর্শন, উহাই 'পঞ্চোপাসনা'। তাদৃশ দর্শন পৌত্তলিকবাদের বা প্রতিমা-পূজারই অন্তর্গত ; উহাই পরবর্ত্তী-সময়ে মায়াবাদীর 'নির্ব্বিশেষ-বাদে' পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শনের দুর্ভিক্ষেই জীব অবৈষ্ণব হইয়া পঞ্চোপাসক হয়, কখনও বা নাস্তিক হয়। কিন্তু মহাপ্রভু "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার (স্থাবরজঙ্গমের) মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি।।"

৩৬২। বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের সার কথা এই যে, বিশ্বাসসহ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করিলেই জীবের মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না। কলিকালে নির্ম্মৎসর শুদ্ধজীবের শ্রীগৌরপদাশ্রিত হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সনাতন-ধর্ম্ম।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থ-ভ্রমণং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব—শুদ্ধভক্ত মহাজন বা বিদ্বদনুভবী ; বৈষ্ণব-শাস্ত্র—শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণ ; উভয়ের অনুসরণই শ্রৌতপন্থায় অবস্থান। চরম-কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। (ভাঃ ১১।১৯।১৭)—"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।।"*

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথ পট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-সংযোগ-দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া, তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি-স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচলে পৌঁছান-সংবাদ-শ্রবণে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বারাণসীতে 'চৈতন্যানন্দ' গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'স্বরূপ'-নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বর-পুরীর দেহান্তে তদীয় দাস 'গোবিন্দ' তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। কেশব-ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রভুর মান্য ; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে-কথাকে 'অতিস্তুতি' বলিয়া অনাদর করিলেন। (ইতোমধ্যে একদিন) কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদে, সমুদ্রে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর সহিত বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তজীবনধন গৌরের প্রণাম ঃ—

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংলাপ ঃ—

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে ।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিদ্বারা ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) স্বস্য (নিজশ্রীমূর্ত্তেঃ) দর্শনামৃতৈঃ (নিজদর্শনান্যেব অমৃতানি পীযূষাণি তৈঃ) বিচ্ছেদাবগ্রহ-ম্লানভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদঃ অনুপস্থিতিজন্য-বিরহঃ এব অবগ্রহঃ

** শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণ চতুষ্টয়দ্বারা স্বর্গাদি-ভোগরূপ বিকল্পসকলের সার্ব্বকালিক অবস্থানের অভাব অর্থাৎ নশ্বরতা দৃষ্ট হওয়ায় জীব তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন।*